

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

২য় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের পরলোক-প্ৰমানে শোক প্রকাশার্থে আহুত
২রা আশ্বিন ১৩২৬, ১২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯, শুক্রবার অপরাহ্ন ৬।০টা।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই টি—(সভাপতি)

শ্রীযাত্রী বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল,
শ্রীসুরেন্দ্রকর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবিজয়লাল দত্ত, শ্রীজানকীনাথ বসু, শ্রীবসন্তরঞ্জন
রায় বিষ্ণুদত্ত, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীভারপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু,
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসু, শ্রীনলিনীমোহন রায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ,
শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীমণিমোহন মিত্র।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত }
হেমচন্দ্র ঘোষ } সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের তৃতপূর্ব সম্পাদক ৮য় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ, বাহাদুরের
পরলোক-প্ৰমানে শোক-প্রকাশ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন
গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ আমরা এখানে যে জন্ত উপস্থিত হইয়াছি, তাহা আপনার
সকলেই জানেন। রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী অকালে কাণ্ডবলিত হইয়াছেন। তিনি
কলেজের সর্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। তিনি বিশেষ ভাবে সংস্কৃত ভাষার চর্চা করিয়াছিলেন
এবং বঙ্গসাহিত্যেরও তিনি অনেক সেবা করিয়াছেন। তাঁহার কথা বলিতে আমার কষ্ট
হইতেছে। তাঁহার সহিত আমি এক সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে কাণ্ড করিয়াছি—তিনি আমা
অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের ‘ছুনিয়ার’ ছিলেন। গবর্ণমেন্টের ট্রান্সলেশন বিভাগে আমিই তাঁহাকে
চাকরি করিয়াছি। তিনি অতিশয় সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পড়াশুনা বধেই
ছিল এবং অনেক পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁরশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ বৌদ্ধিক
ছিল—ন্যায় পড়িতে, বিচার করিতে তাঁহার ভারি উৎসাহ ছিল,—এই জন্য তিনি পণ্ডিত
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নিকট ন্যায় পড়েন। কয়েক মাস হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।
আমরা আজ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছি।

এই সময় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়
স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনকালোচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমার নিজের
বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সুরেন্দ্রকর বাবুর প্রবন্ধ হইতে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অনেক

কথা জানিতে পারিলাম। সাহিত্য-পরিষৎকে তিনি প্রকা করিতেন। এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি, বিধাতা তাঁহার অমর আত্মাকে শান্তি দান করুন।

শ্রীযুক্ত অধিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন,—তাঁহার সহিত আমার চাকুর আলাপ বেশী দিনের নচে। অজ্ঞানদের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্বে আমি তাঁহার নিকট এক মাস কাজ শিক্ষা করি। সেই সময় তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সরোজ বাবু বলেন, তাঁহার জীবন ব্যর্থ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবনের দ্বিক্ দ্বিগা দেখিলে বলিতে হয়, তাঁহার জীবন সার্থকই ছিল। গবর্ণমেন্ট যে যে বিষয়ে তাঁহার মত চাহিতেন, তাহাতে তিনি কখন নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেন নাই। তিনি আপনায় ঢাক আপনি বা অস্ত্র ধারী বাজাইতেন না।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—আজ আমরা যাহার মৃত্যুতে শোকপ্রবাহের জন্ত সমবেত হইয়াছি, তাঁহাকে আপনারা সকলেই জানেন। বহু দিন পূর্বে হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা আমি কি বলিব। তিনি সংস্কৃত এবং অজ্ঞাত বিষয়ে (পাশ্চাত্য দর্শনে) পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি এক সময়ে ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং আমরা তাঁহার অমুসরণ করিয়া কাজ করিয়াছি। পরে ঘটনানুসারে তাঁহার সহিত আমাদের বিচ্ছেদ হইলেও পরিষদের প্রাতি তিনি কখন ঘেহোন হন নাহ। সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট অপেক্ষা ঋণে জ্ঞী। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-সভাও ধ্বংসিত, আমরাও তাহা অপেক্ষা কম দুঃখিত নাই। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত ১ম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

“বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক ও আজীবন হিতৈষী, সাহিত্য-সভার স্তম্ভ ও প্রাণস্বরূপ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার সেবক, সচরিত্র, মেধাশীল, বহু শাস্ত্রে ও ভাষায় সুপণ্ডিত, যার বাহ্যিক রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ, পি আর এম্ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত শোকে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতেছেন।

অন্ততম নবকায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের সহিত বহু ভাবে বিজড়িত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা পরিষদের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। এ জন্ত আমি প্রস্তাব করি, রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের এক-খান চিত্র পরিষৎ মন্দিরে বাহাতে রক্ষিত হয়, তাহাযের পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির উপর তার অর্পিত হউক।

শ্রীযুক্ত অমিনাশঙ্কর মজুমদার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

অন্যকার সম্মান গৃহীত শোক-প্রস্তাবের আধিনি প্রতিগপি পরলোকগত শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য স প্রস্তাব করিলে, সর্বসম্মতিক্রমে উহাও গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ছাত্র, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সংবাদী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ বর্ষবেশন

ববিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের পত্রাকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহুত

৪ঠা আধিনি ১৩২৬, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯, রবিবার অপরাহ্ন ৮টা

উপস্থিত --

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চরমাঙ্গ শাস্ত্রী এম এ, সি আর্ট ই--(সভাপতি)

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, ড শ্রীধনভরারলাল চৌধুরী ডি এম সি, রায় শ্রীধাচরণ পাল বাহাদুর, রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহর আর্ট এম এ, এম বি, কুমার শ্রীমরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, শ্রীসত্যচরণ লাহা এম এ বি এল, শ্রীনাথ ঘোষ বিএ, শ্রীগৌরহরসেন, শ্রীললিত-চন্দ্র মিত্র এম এ, শ্রীগোবিন্দচাঁদ বড়াল, ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ শীল এল এম এস, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম এ, বি এল, শ্রীমরেন্দ্রকুমার বসু বি এল, শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম এ, শ্রীমলিনাক্ষ দত্ত, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র লাহা, শ্রীকৃষ্ণদাস দে, শ্রীউদ্ধবচন্দ্র মজি, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমুকুন্দলাল সরকার, শ্রীসুসিংহপা দত্ত, শ্রীসাক্ষীগোপাল বড়াল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বিএ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীজগদীশ-চন্দ্র সেন, শ্রীবিনোদবিহারী সুখোপাধ্যায়, শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ ভল্লভ, কে, পাল, শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত, শ্রীরঘুনাথ শীল, শ্রীযতীন্দ্রনাথ কবি এ, মহারাজ শ্রীউদ্ধবকুমার সিংহ জল বাহাদুর, শ্রীসরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীচরণ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীমদনমোহন সুখোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন বসু, শ্রীবোপেন্দ্রনাথ ল, শ্রীশ্রীনাথ ধর, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীরজনীকান্ত বিজাবিনোদ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীবিবিনোদবিহারী দে, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীমদন লাহা, শ্রীসিরিচন্দ্র লাহা, শ্রীহরিশচন্দ্র, শ্রীঅনাথবসু দে, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সুখো-পাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্ধর সেন, শ্রীভবানন্দ বসু, শ্রীহরেশচন্দ্র, শ্রীকণাদকুমার বসু, শ্রীসিরিজা-নন্দ বসু, শ্রীকালীচরণ দাস, শ্রীসিদ্ধেশ্বর দত্ত, শ্রীশতীন্দ্রনাথ, শ্রীনেপালচন্দ্র ধর, শ্রীহরেন্দ্রনাথ

লাহা, শ্রীমাল্ল সেন, শ্রীবজ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মিঃ বি. বি. বেঙ্গল, মিঃ এ. এম. বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীধাণচন্দ্র দত্ত, শ্রীবসন্তরজন রায় বিশ্বাস, শ্রীভারপ্রসন্ন চট্টাচার্য, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ আচা, শ্রীশাল মল্লিক, শ্রীকার্তিকচন্দ্র মল্লিক, শ্রীকাঃ বিশ্বাস, শ্রীহরিদাস মজুমদার বি.এল. শ্রীভূধর হালদার, শ্রীপরেশচন্দ্র বসু, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

কিরণচন্দ্র দত্ত

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয় কবির অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ আমরা কবির অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ৩০ বৎসর পূর্বে আমি যখন বেঙ্গল লাইব্রেরীতে ছিলাম, তখন আমার নিকট একজন স্কোপকার ঢোক গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে কয়েকটি কবিতা দেখান। তখনই তাঁহারসঙ্গিত পরিচয় আমি বুঝি, কালে তিনি একজন বিখ্যাত কবি হইবেন। ইনিই সেই অক্ষয়কুমার বড়াল। তাঁহার “এবা” কাব্য অতি চমৎকার। আপনাদের মধ্যে কেহ যদি ঐ বইখানি নপড়িয়া থাকেন ত পড়িয়া দেখিবেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলা দেশের ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। আমরা আজ তাঁহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত গজাকুমার বসু মহাশয়কে আহ্বান করিলে, তিনি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের বিকৃত “অক্ষয়লোকে অক্ষয়কুমার” নামক একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতিহাশয় বলিলেন,—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল কেবল আমাদের বন্ধু ছিলেন না—তাঁহাকে আমরা মাত্রেয় মত শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি যদি একটিমাত্র কবিতাও না লিখিতেন, তথাপি ৩০ বৎসর আগের আমরা তাঁহার হৃদয়ের যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ বি বলিয়া স্বীকার করিতাম। তিনি জন্মে এবং কবিতায় কবি ছিলেন। গীতি-কবিতায় তিনি অল্প বয়সেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের ভাব অনেকটা সার্বভৌমিক ছিল এবং এই ভাব তাঁহার কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বহুজনের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। (এই বলিয়া বক্তা ঐকান্তিক ভাবে তাঁহার লাহা মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করেন। কবির একখানি চিঠি লাহা মহাশয় স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া পরিষদকে উপহার দিবে বলিয়া এই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন। এই সংবাদে উপস্থিত সমস্ত বঙ্গীয় সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।)

এই সময় কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ মহাশয়, স্বর্গীয় কবিবরের জীবনী ও কাব্যসমূহের সমালোচনাপূর্ণ স্বল্পত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির প্রায় অর্ধেক ভাগ পাঠ করিয়া, শ্রীযুক্ত নলিনীকর পণ্ডিত মহাশয়কে অবশিষ্টাংশ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি অবশিষ্ট অংশ পড়িবেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, অক্ষয়বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এবং শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় অক্ষয়বাবুর জীবন-কথার পরিচয় একটি দীর্ঘ আলোচনা পাঠ করিলেন।

এই সময় সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় শাণীরিক অসুস্থতাবশত আজকার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এ জন্য তিনি বিশেষ হৃৎকিত হইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রূথোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, অক্ষয় বাবুর সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি বস্তু হইবে।

এই সময় সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি উপস্থিত করিলেন,—

“বাজালা গীতি-কবিতাকালের অভ্যুজ্জ্বলক্ষর, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক, জগদ্বারগ প্রতিভাশালী, মর্ম্মস্পর্শী কবি বাজালা কবি-কলার অগ্ন্যন্তরীক কুমারস্বরূপ “এয়া” নামক উৎকৃষ্ট কাব্য-রচয়িতা, কবিবর অক্ষয়কুমার বসু মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকসমুদ্র পরিবারবর্গের শোকে সংস্কৃত ও সংবেদনা জানাইতেছেন। আর কবিবরের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য পবিত্র কাব্য-নিরাকর-সমিতির উপর তার অর্পণ করিতেছেন।”

উপস্থিত সভ্যগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনীকর পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, “এয়া” কাব্য সমালোচনা মূলক প্রবন্ধের জন্য তিনি একটি রোপ্যপদক দিবেন। শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল মহাশয় জানাইলেন যে, কবিবরের স্মৃতি ভাঙারে তাঁ ২০০ টাকা টাকার তুলিয়া দিবেন এবং ওয়েলিংটন ফ্রেণ্ডস্ টেউনিয়নের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রামলাল শীল মহাশয় এক বৎসরের জন্য একটি রোপ্য পদক দিবেন। সভাস্থ সকল আনন্দের সহিত এই সকল সংবাদ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়,—সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত নলিনীকর পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল ও শ্রীযুক্ত শ্রামলাল শীল মহাশয়গণকে ধন্যবাদ জানাইলে, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

ত্রিকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। দ্বিতীয়

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্তিত রহস্য। সুচী—হুং না হুং, সত্য, জগতের
অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার বিনাশিতা, কে বড়, বাধ্যকরণ, এক না
হুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণনাত্মক, প্রতীত্য-সম্বন্ধ, পঞ্চভূত, উদ্ভাসের অপচয়, ফলিত
জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, আপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২২ টাকা মাত্র।

২। কক্ষকথা

সুচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও মরণ—আর্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তি—আচার—
ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অন্তর্ধান—প্রকৃতি-পূজা—শ্রম জয়—বজ্র। মূল্য ১০ পাঁচ টাকা মাত্র।

৩। চারুকথা

সুচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বহুবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—
অধ্যাপক হেলমহোলৎজ—আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ—মিশন চন্দ্র বটবাল—ব্রজনাথ গুপ্ত (প্রথম ও
দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দকথা (নতুন পুস্তক)

সুচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না-বালা কৃৎ ও তৎকৃত—বালা-ব্যাকরণ—
বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—ঐক্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—
প্রথম বালালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১০ পাঁচ টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডি জিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সুচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জানের সীমানা—
প্রাকৃতিক সৃষ্টি—প্রকৃতির সৃষ্টি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—
আব্বাজাতি, প্রথম। মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৩০ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিভিন্ন প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিবর্ত্তিতাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের
সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর রচনায় এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশিষ্টবিদ্যাভিলাষী শ্রীযুক্ত এম. এ.
কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকান্ত

গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন।

দশম মাসিক অধিবেশন

১৮ই ফাল্গুন ১৩২৫, ২রা ফাল্গুন ১৩১৯, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দা (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসত্যচন্দ্র বিজ্ঞাতৃষণ, শ্রীরামচন্দ্র ভট্ট বি এন্ড, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ
ব্রহ্মোপাধ্যায় বিজ্ঞাতৃষণ বি এ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ,
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিজ্ঞানভট্ট, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এন্ড সি, শ্রীসত্যচরণ
নন্দী, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন রায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ,
শ্রীভারপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমধুসূদন পাল, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,
শ্রীপোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, শ্রীচাক্রচন্দ্র শীল, শ্রীবিজয়নন্দনাথ ঘোষ,
শ্রীবান্ধব ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পাঠ। ২। সভ্য নির্বাচন।
৩। পুস্তকোপহারভাট্টগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। শ্রবক-পাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ের “সমসত্তের পুর্বে”, (খ) ও (গ) রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র
রায় বিভািনাথ, এম্ এ বাহাদুরের “এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ” এবং “অট পত বৎসর পুর্কের বালালা
শব্দ” নামক প্রবন্ধত্রয়। ৫। শোক-প্রকাশ—অধ্যাপক ভাগ্যধর মল্লিক এম্ এন্ড সি মহাশয়ের
পরলোক-গমনে। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের
সমর্থনে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি ও বর্তমানে
অন্ততম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ‘এসিয়াটিক
সোসাইটি অব বেঙ্গল’ সভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমি পরিষদের
পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, কার্য-নির্বাহক-
সমিতির অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত সভার সভাপতি নির্বাচনে
তাঁহাকে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এক আনন্দজ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইবে।
তাঁহার দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে এসিয়াটিক সোসাইটি, সভাপতি-পদে বরণ করিয়া সভার গৌরব
বর্দ্ধন করিয়াছেন।

অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কর্তৃক পরলোকগত ভক্তার

রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের অল্প শোক-প্রকাশার্থ আহুত পরিষদের বর্ষ বিশেষ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত হইলে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত গৃহীত হইল। তৎপরে গত নবম বার্ষিক ও সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত হইয়া গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সম্মতিত হইয়া পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্বাচিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীনিতাইসুন্দর সিংহ এম্. এ. হেড মাস্টার, জগদ্বন্ধু টেক্সটিলিউশন, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
"	"	শ্রীনিশিকান্ত বসু চৌমহিনী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ	শ্রীসত্যচরণ নন্দী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, বি এমসি, বি এল, ১১ উল্টাভিদি মেন রোড।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় হিজ্রাসা করিলেন যে, কোন কোন বঙ্গসাহিত্যভ্রমণিণী মহিলা পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণে সম্মত আছেন। পরিষদের নিয়মে কোন বাধা না থাকিলে তিনি অল্পকাল সভায় একজন মহিলাকে পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচন জ্ঞা প্রস্তাব করিবেন। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, মহিলা সদস্যগ্রহণে পরিষদের নিয়মে কোন বাধা নাই। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীমতী জগৎমোহিনী সিংহ মহাশয়াকে (১৩ বলরাম বহুর কাঠ' লেন, তবানীপুর) পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্বাচন করা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত মহিলা পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত স্বর্ধাপন বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) পূণ্যপ্রতিমা, শ্রীযুক্ত নিত্যবরণ ব্রহ্মচারী—(২) তত্ত্ব-সম্বন্ধ, শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—(৩) বহুরহাট বাণী-সম্মিলনী ২য় অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ (খাতকুড়িয়া), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, (৪) কতকগুলি বার্ষিক পত্রিক', শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র, (5) On Some Proverbs from the Tangail Sub-Division in the District of Mymensingh in Eastern Bengal. (6) Further Notes on a Case of Human Sacrifice and Cannibalism from the District of Nadiya, Bengal. (7) Indian Ophiolatry and Snake-worship of the Negroes of the West Indies. (8) Riddles current in the District of Chittagong in Eastern Bengal. Pt. I, (9) Notes on Some Ho Riddles. (10) On the Use of the Swallow-worts in the Ritual, Sorcery and Leech-craft of the Hindus and the Pre-Islamitic Arabs. (11) Further Note on the

Use of Swallow-worts in the Ritual of the Hindus. Director General of Archaeology in India. (12) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Part I. 1916-17. Superintendent, Archaeological Survey of India, Western Circle—(13) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st March 1918. Director of Statistics—(14) Statistics of British India Vol. II, 1918. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(15) Progress of Education in India, 1912-17.

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ-গুলির নিম্নোক্তরূপে আলোচ্য বিষয়গুলির উল্লেখ করিলেন। প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

“সমতটের পূর্বে”—অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধের সার মর্ম এইরূপ,—

চীন-পর্ষাটক ব্রহ্মচর্যাং বলেন যে, সমতটের পূর্বে এই দেশগুলি ছিল,—(১) শি-হ-লি-চ-ট-লো—সমতটের উত্তরপূর্বে, সমুদ্রতটে ও পূর্বতমধ্যে। (২) ক-মো-লং-ক—শিহলিচটলোর দক্ষিণপূর্বে সমুদ্রের শাখার উপরে। (৩) তো-লো-পো-তি—কমোলংকের পূর্বে। (৪) ই-শং-ন-পু-লো—তোলোপোতির পূর্বে। (৫) মো-হ-চন্-পো—ইশংনপুলোর পূর্বে। (৬) ই-য়েন-সো-ন-চো—মোহচন্পোর দক্ষিণ-পশ্চিম।

Thomas Watter-এর অনুবাদ অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। চীন পর্ষাটকের মতে সমতটের অবস্থান এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে,—শো-লু-বর্ধন হইতে ২০০ লি পূর্বে করতোয়া নদী পার হইয়া, কামরূপ উপরিত হইয়া, তথা হইতে ১২০০ কি ১৩০০ লি দক্ষিণে সমতট। অর্থাৎ ঢাকা, ফরিদপুর সহর বর্তমান ঢাকা-বিভাগের দক্ষিণ-পূর্বাংশ ও হুগলীর লইয়া সমতট। সমতট হইতে ২০০ লি পশ্চিমে তান্-মো-লি-হু-তি অর্থাৎ তাম্রলিপি বা তমোলুক।

প্রমাণ-প্রমাণ দ্বারা প্রবন্ধলেখক স্থির করিয়াছেন যে,—(১) শি-হ-লি-চ-ট-লো—শ্রীহট্ট। (২) কমোলংক—কমলাহ বা কোমিলা। (৩) তোলোপোতি—জিপুরাপতির রাজ্য। (৪) ইশংনপুলো—জিপুরা ও লান-রাজ্যের মধ্যে যে জনপদ, তাহা ইশংনপুলো বা বিজুপুর (জুন পাঠকের পূর্বভাগের পাদপ্রদেশে বিজুপুর নগর ছিল)। (৫) মোহচন্পো—ব্রহ্মদেশের ভাঘোর উত্তরে “শল্লানাগো” অর্থাৎ “চল্লানগর”। (৬) ইয়েন-সো-ন-চো—জম্বুদ্বীপ। “জম্বুদ্বীপের অধিপতি” ব্রহ্মরাজ্যের একটি উপনাম ছিল। “জম্বুদ্বীপ” জম্বুদ্বীপের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়।

“এ দেশে ভু-ভ্রমবাস”—রায় শ্রীযুক্ত বোপেন্দ্র রায় বিজ্ঞাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়-লিখিত। প্রবন্ধের মূল মর্ম এইরূপ,—

(১) পৃথিবীর আপন অঙ্গে আবর্তনের কথা আর্থাভট এ দেশে প্রচার করেন। তাঁহাকে সেই গতিয় আবিষ্কর্তা বলা যায় না। প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষীরা পৃথিবীর আঙ্গিক গতি স্বীকার করিতেন। (২) পৃথিবীর সূর্যকে প্রাক্কিণ বা পৃথিবীর বার্ষিক গতিও প্রাচীনগণের অনির্দিষ্ট ছিল না। প্রবন্ধে তাহাই সঙ্গ্রহণের চেষ্টা।

“আট শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা শব্দ”—শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, এম্ এ মহাশয়-লিখিত। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এইরূপ,—

টিভেণ্ডু সৎস্কৃত গ্রন্থাবলীভুক্ত অমরকোষের ১ খানি টীকা হইতে বহু বাঙ্গালা শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাহার কতক রূপ পরিবর্তন করিয়াছে, কিছু বা বিলুপ্ত হইয়াছে। অপর শব্দগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া কএকটি নূতন নির্গাণের প্রবন্ধ করা হইয়াছে। টীকাকার বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বানন্দ। টীকার নাম ‘টীকা-সর্বস্ব’, রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পরলোকগত অধ্যাপক ভাগ্যধর মল্লিক এম্ এন্সি মহাশয়ের ভ্রাতৃ শোকপ্রকাশ প্রসঙ্গে বলিলেন, অকালে পরলোকগত ভাগ্যধর মল্লিক মহাশয়কে আমি বালাবধি জানি। তিনি সূচরিত্র, মেধাবী ও পরচুৎখকাতর ছিলেন। কিছু দিন পূর্বে তিনি তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে কলিকাতা করপোরেশনের গঠিত ইন্সট্রুমেন্ট মহামারীর ঔষধালয় খুলিয়া নানা ভাবে পঞ্জীবাসিগণের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার অন্তঃস্থ হৃৎকোষ আনতঃ নিকটস্থ প্রদেশে এই মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার ভাগ্যধর রাবু নিম্ন বায়ে ডাক্তার ও ঔষধ-পথ্যাদি সহ পীড়িত দেশবাসীর সেবা করিতে গিয়া নিজে মহামারীতে আত্মবলিদান দেন। তাঁহার জ্ঞান অমরবস্তুর পরচুৎখকাতর শিক্ষিত ব্যক্তি বিয়ল। তিনি প্রসিদ্ধ মাগুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। ছুঃখের বিষয় বা সুখের বিষয়, তাঁহার সহশ্রমিণী যাত্র ৮১০ মাস পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ স্বর্গগত এই নবীন মল্লিকের যুগল-আত্মার মঙ্গল ও শান্তি বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা। ভাগ্যধর রাবু বঙ্গের মাহিষা জাতির অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া মাহিষা-জাতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানচন্দ্র মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে পর সভাস্তম হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩২২, ২৫শে মার্চ ১৯১৯, মঙ্গলবার অপরাহ্ন ১১:৩০ টা।

উপস্থিতি—

সার্বশ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু (সভাপতি)

রায় শ্রীচুলীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাচালাল মল্লিক, শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীহামিনীকান্ত সেন বি এ, শ্রীচাক্রচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্ব-ভূষণ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, শ্রীরাধাকৃষ্ণন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ ডি, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ ডি, শ্রীচাক্রচন্দ্র ঘোষ বি ট, স্বামী তত্ত্বানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীশশীভূষণ সিংহ এম্ এ, শ্রীবিনয়-কুমার সেন এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি এল, শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটনি, শ্রীকুপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, শ্রীগৌর-হরি সেন, শ্রীললিতমোহন গুপ্ত, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীবমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ-চন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীকুমারলাল দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার বি এ, শ্রীশ্রীচন্দ্র পাল, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী, শ্রীজিজ্ঞেশনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসত্যীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীবীরেশনাথ বিহারী, শ্রীললিতমোহন দত্ত, শ্রীযনোজ্ঞন রায় চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীকুপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী, শ্রীললিতমোহন ঘোষ, শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষবর্মা, শ্রীসরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বটব্যাল, শ্রীহরিশ্রীশ্রীশ্রী চক্রবর্তী, শ্রীরাগবিহারী দত্ত রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত ঋণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

কিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

পরিষদের সভাপতি সার্বশ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতা-মালার অন্তর্গত পঞ্চম বক্তৃতার অন্তর্গত এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

বক্তৃতার বিষয়—রায় শ্রীযুক্ত চুলীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, আই এন্স ও, এম্ বি, এক সি এন্স মহাশয়-কর্তৃক “আহার-ভব” সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি সার্বশ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার মধ্যে সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা সম্বন্ধে ক্রিফিং আলো-

চনা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরকে “আহার-তত্ত্ব” সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার কৃত্ত আহ্বান করিলেন।

তৎপরে ঐর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর “আহার-তত্ত্ব” সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

প্রথম বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার

স্বাস্থ্য ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। মানুষ বধন নিজ কর্তব্যদ্বায়ে এই আশীর্বাদলাভে বঞ্চিত হয়, তখন তাহার জ্ঞান চুঃখী অগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। খাদ্যের দ্বায়ে অথবা খাদ্যের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইলে আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং রোগ ও অকাল-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শরীর ধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের মধ্যে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের অবস্থিতি একান্ত আবশ্যিক। আমরা পরে এই সকল উপাদান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ বক্তব্য এই যে, এই সকল ভিন্নজাতীয় উপাদানসমূহের যে-কোন একটির কম-বেশী হইলে দেহমধ্যে নানাবিধ রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

মাংস, হৃৎ প্রভৃতি খাদ্যবিশেষের মধ্যে অনেক সময়ে নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে। বিশেষ সাবধানের সহিত এই সকল খাদ্য ব্যবহার না করিলে নানা ছত্ররোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। মাছ বা মাংস বিক্রান্ত হইলে উহার মধ্যে অনেক সময়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Ptomaines) উৎপন্ন হয়। এরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিলে মহা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অধঃপ্রচারা ব্যবসায়গণ বৎসামাত্র লাভের এক নিত্য-ব্যবহার্য অনেকানেক খাদ্য দ্রব্যের সহিত নানাবিধ দূষণ বা অখাদ্য পদার্থ তেজাল দিয়া থাকে। এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত দৌর্বল্য উপস্থিত হয়। জাতি দুর্বল হইলে, উহার রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং যে-কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হইলে বহুসংখ্যক লোক উহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা জীবমৃত হইয়া থাকে। জাতি দুর্বল হইলে শীঘ্র ধ্বংস হইয়া পড়ে এবং নারীজাতি জাতিগত ভগ্নরাশিদানের কারণ হয়। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার প্রয়াস সাধার—যথোচিত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। (এই স্থলে বক্তা বাদামী খুবকের দেহ বাহাতে বলিষ্ঠ হয়, তৎসম্বন্ধে স্বদেশতত্ত্ব ও স্বজাতি-বংশল স্বামী বিবেকানন্দের একটি উপদেশ উদ্ধৃত করেন এবং ম্যাক্স ল্যাটার্ণ সাহায্যে এই মহাপুরুষের আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন)।

খাদ্যের ব্যবহারিক ব্যবহার মানবজাতির সামাজিক ও নৈতিক জীবন বর্ধেৎ উন্নতি

লাভ করিয়াছে এবং ইহা দ্বারা আমাদের সৌন্দর্য্যপ্রাধিকার শক্তিও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনেকের ধারণা এই যে, বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি ঘটতেছে। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের অবনতির কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা এই উপলক্ষে আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

খাদ্য কাহাকে বলে? বাহ্য গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হয় এবং বাহ্য দ্বারা আমরা তাপ ও কার্য্য পরিবার শক্তি প্রাপ্ত হই, তাহাই খাদ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা চারি প্রকার; যথা,—(১) শারীরিক ক্ষয়পূরণ, (২) দেহের বৃদ্ধি-সাধন, (৩) তাপ জন্ম, (৪) শক্তি-উৎপাদন।

(১) শারীরিক ক্ষয়পূরণ—আমরা সর্বদা কোন না কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি। আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থিত বস্তুসমূহের স্বতঃপ্রসূত হইয়া নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ নিয়ত সম্পন্ন করিতেছে। যে-কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিলেই শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা পরিপাক-বস্তু মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া শারীরিক উপাদান নির্মাণের উপযোগী হয়। পরে উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং যে স্থানে যে উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, শোণিত-বাহিত দ্বারা খাদ্য দ্বারা সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে।

এই স্থলে বক্তা কতিপয় দ্বারাচিত্রের সাহায্যে অস্থি, মাংস, রক্তবাহিকা শিরা ও ধমনী, স্নায়ুগুণ্ড, মেঘ, চর্মে, মস্তিষ্ক, কসেরকা, হৃৎকূপ, কণ্ঠশিঙ প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক উপকরণ ও বস্তুদি এবং তাহাদিগের ক্রিয়া সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

(২) দেহের বৃদ্ধি-সাধন—শরীরের ক্ষয়-পূরণ ব্যতীত দেহের বৃদ্ধিসাধনও খাদ্যের আর একটি কার্য্য। খাদ্য গ্রহণ করিয়াই শিশুর ক্ষুদ্র দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের বৃহৎকার দেহে পরিণত হয়। ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের পর দেহ আর বাড়ি না, সুতরাং বালক ও যুবকের দেহের ওজন অনুসারে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লোকের সে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হয় না। শারীরিক বৃদ্ধি স্থগিত হইলে পরিশ্রম-জনিত শারীরিক ক্ষয়-পূরণের জন্যই কেবল খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে।

(৩) তাপ-জন্ম—খাদ্যের আর একটি বিশেষ কার্য্য তাপ উৎপাদন করা। খাদ্যের সাহায্যে যখন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয়, তখন উহা হইতে শারীরিক ক্ষয়-পূরণের জন্য বস্তুসমূহ সার পদার্থের আবশ্যক হয়, দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ প্রয়োজন মত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ রক্তস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া স্নায়ুভাবে বহু হয় এবং এই বহনের ফলস্বরূপ তাপ উৎপন্ন

হয়। কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পদার্থ যেমন বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় : এবং তাপ ও কার্বনিক এসিড বাষ্প উৎপাদন করে, সেইরূপ আমাদের দেহ-মধ্যস্থ অঙ্গাঙ্গি-গুলি জীর্ণ খাদ্য ও অন্ত্রাঙ্গ পদার্থ প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইয়া তাপ ও কার্বনিক-এসিড বাষ্প উৎপাদন করিতেছে। নিশ্বাস-বায়ুর সহিত অক্সিজেন আমাদের হৃৎকূলের মধ্যে প্রবেশ করে ও তথ্যর রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের সর্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং তদ্বারা যতভাবে দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া তাপ ও কার্বনিক এসিড-বাষ্প উৎপন্ন হয়। ইহা হইতেই আমরা শারীরিক উত্তাপ লাভ করিয়া থাকি এবং যে কার্বনিক এসিড-বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা দূষিত পদার্থ বলিয়া শ্বাসের সহিত আমাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়।

এই স্থলে এক্ষণে কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা শ্বাস-বায়ু-মধ্যে যে কত অধিক পরিমাণ বিষাক্ত কার্বনিক এসিড-বাষ্প থাকে, তাহা প্রদর্শন করেন এবং বাসগৃহ-মধ্যে বিস্তৃত বায়ু-সঞ্চালনের আবশ্যিকতা সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন।

(৪) শক্তি উৎপাদন—আমাদের দেহমধ্যে নিয়ত যে তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইতেই আমরা কার্য্য করিবার সমস্ত শক্তি প্রাপ্ত হই। এঞ্জিন (Engine) চালাইবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা যেমন পাথুরে কয়লা পুড়াইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের দেহ-বস্ত্র চালাইবার এবং পরিশ্রমঘটিত কার্য্য করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, জীর্ণ খাদ্য দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আমরা ঐ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

তাপ এক প্রকার শক্তিমাত্র (A form of Energy)। তাপকে কোণলে কার্য্য করিবার শক্তি (Mechanical energy), আলোক (Light), তড়িৎ (Electricity) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। পুনশ্চ তড়িৎ প্রভৃতি যে কোনরূপ শক্তিকেও তাপ বা আলোক প্রভৃতি অন্য প্রকৃতির শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে।

এই স্থলে এক্ষণে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এক প্রকৃতির শক্তি কিরূপে সহজে অন্য প্রকৃতির শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন।

জড় (Matter) ও শক্তি (Energy) লইয়াই এই জগৎ। জগতে যে পরিমাণ জড় পদার্থ আছে তাহার সমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। এক কণা জড় পদার্থও নুতন করিয়া গঠিত হইতেছে না, আবার এক কণাও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যাহাকে আমরা বিনাশ বা ধ্বংস বলি, তাহা পদার্থের রূপান্তর মাত্র। পদার্থের এককালীন বিনাশ বা ধ্বংস নাই।

জড় পদার্থ সৰ্ব্বত্র যে নিরম, শক্তি (Energy) সৰ্ব্বত্রই ঠিক তাই। জগতে যোটের উপর যে শক্তি আছে, তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তবে জড় পদার্থের ভিন্ন শক্তিরও রূপান্তর হইয়া থাকে। তাপ, আলোক, তড়িৎ, চুম্বকাকর্ষণ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি এক একট

প্রাকৃতিক শক্তি আমা পৃথকভাবে উপলব্ধি করিলেও ইহারা একই আদিশক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটি শক্তিকে সহজেই আর একটি শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। তড়িৎশক্তি হইতে আলোক উৎপাদন এবং টাম-গাড়ীচালন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণগুলি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, 'আহার-ভব' সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে বুঝাইতে চুণীবাবুর হার বোণ্য ব্যক্তি আর নাট, তাই তাঁহাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। তারপর এইরূপ ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রবর্তন দ্বারা বক্তব্যের কি পরিমাণে প্রকৃত উপকার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি আলোচনা করলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাগছুর সভাপতি মহাশয়কে, এবং ম্যাজিস্ট্রাল ল্যান্ডার্নের সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতার অন্তর্গত চিত্রগুলি প্রদর্শন করার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

নবম বিশেষ আধবেশন

২৭শে চৈত্র ১৩২৪, ১০ঠে এপ্রিল ১৯১৩, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬ঃ৩৫

উপস্থিত—

মাননীয় সার্ব শ্রীযুক্ত নৌরতন সরকার কে টি, এম্ এ, এম্ ডি (সভাপতি)

সার্ব শ্রীচুণীলাল বসু বাগছুর, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমুগ্ধেশচন্দ্র সমাধিপতি, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীপারাগলাল মল্লিক, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ (পুষা), শ্রীমুগ্ধেন্দ্রনাথ বসু, কবিরাজ শ্রীপ্রমোদপ্রসন্ন সেনশাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীকেশবদেবনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীরজনীকান্ত বিজ্ঞাবিনোদ, শ্রীবীজেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীললিতমোহন ঘোষ, শ্রীহরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমুগ্ধেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীগণপতি সরকার বিহারদত্ত, শ্রীশান্তিমাধন বিহারস, শ্রীকৃষ্ণদেব হালদার, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীপরিমলচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীভার্য্যপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদক।

পরিষদের অগম্য সভাপতি সার্ব শ্রীযুক্ত অগম্যচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্তিত বক্তৃতামালার অন্তর্গত বক্তৃতার ভিত্তি এই বিশেষ আধবেশন আহুত হয়।

আলোচ্য বিষয়—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এম্ ৩, এম বি, এফ্ সি এস, রসায়নগার্হ্য মহাশয় কর্তৃক “আহার-তত্ত্ব” সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অস্থগতিতে হেতু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব সম্মতিক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মনিন্দার সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার কে টি, এম্ এ, এম্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর অত্যন্ত চুঃখের সহিত জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক, সাহিত্য-সভার সম্পাদক এবং প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান চইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সন্মান প্রদর্শন এবং বর্ষাসময়ে উপযুক্তভাবে শোক-পাফাশের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত চুণীলাল আরও জানাইলেন যে, তাঁহার প্রতি সন্মান-প্রদর্শন জন্য আগামী ২২ বৈশাখ পার্বণের কাৰ্য্যালয় বন্ধ রাখা হইবে এবং পরিষদিক ভাবে তাঁহার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তাহা কাৰ্য্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

তৎপরে তিনি সেই দিনকার সভাপতি মহাশয়, বঙ্গদেশে উচ্চ শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার-কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে বহু বৎসর ব্যাপিয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সংক্ষেপে তাঁহার উল্লেখ করিয়া লিলেন যে, তাঁহাকে ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেন্ট অতি যোগ্য ব্যক্তির উপর এই গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার এই সন্মান প্রাপ্তির জন্ত তিনি পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সভাপতি মহাশয় সাধারণভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার উপকারিতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, শ্রীযুক্ত চুণীলালকে তাঁহার বক্তৃতা দিবার জন্ত আহ্বান করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, এই বিষয়ে আলোচনা করিতে রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয়ের ভ্রাম্য দ্বিতীয় বক্তৃতা বিরল।

সভাপতি মহাশয়ের অমুরোধ-মত শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর “আহার-তত্ত্ব” সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

(দ্বিতীয় বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত সার)

আমাদের দেহ—অস্থি, মাংস, চর্কি, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা গঠিত। এই সকল উপকরণ এক একটি যৌগিক পদার্থ (Compounds) অর্থাৎ কতকগুলি মূল-পদার্থের (Elements) রাসায়নিক সম্মিলনে ইহারা নিম্মিত হইয়াছে।

পদার্থ দুটো ভাগে বিভক্ত—মৌলিক ও যৌগিক। যে সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া সেই পদার্থ ভিন্ন হইত কোন নূতন পদার্থ উৎপাদন করিয়া পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে 'মৌলিক পদার্থ' Element ' কহে। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সার, গন্ধক, স্বর্ণ, বোলা, ক্যাম্ব্র দস্তা, সোড ইত্যাদি এক একটি মৌলিক পদার্থ। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ এই পর্যন্ত ৮০টি মূল পদার্থ আবিষ্কার করিয়াত সন্মত হইয়াছেন। এখনও অনেক মৌলিক পদার্থ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

মৌলিক পদার্থগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিচিত্র। কোনটি বা কঠিন, যেমন সোড; কোনটি বা তরল, যেমন পারদ; অল্পগুলি বাষ্পাকারে অবস্থিতি করে, যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। কোনটি বক্রবর্ণ, যেমন তাম্র; কোনটির বর্ণ উজ্জ্বল পীত যেমন স্বর্ণ; কোনটি ধূসর বর্ণের, যেমন লৌহ; কোনটি কৃষ্ণবর্ণের, যেমন অক্সার; কোনটি বা উজ্জ্বল স্তম্ভ, যেমন রোপা; আবার কতকগুলি একেবারে বর্ণহীন, যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। মাৎস্যের মত কাহারও প্রকৃতি অতি উগ্র, যেমন ক্লোরিন (Chlorine); কেহ বা নিরীহ শান্তস্বভাব, যেমন নাইট্রোজেন। মাৎস্যের মত কেহ বা পাঁচ জনকে জ্বালাইয়া মারে, যেমন অক্সিজেন; কেহ নিজেই পুড়িয়া মরে, অপরকে পোড়ায় না, যেমন হাইড্রোজেন।

এই স্থলে বক্তা বিবিধ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কতিপয় মৌলিক পদার্থের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সন্মতভাবে বুঝাইয়া দেন।

দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ একত্রে মিলিত হইয়া এক একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যৌগিক পদার্থের সংখ্যা করা যায় না। অগ্নি, বাতাস প্রভৃতি শারীরিক উপকরণসমূহ এক একটি যৌগিক পদার্থ। এই সকল উপকরণ ১৬টি মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক উপকরণের মধ্যে ১৬টি মূল পদার্থের যে সকলগুলিই আছে, তাহা নহে। মাৎস্যপেশীর মধ্যে নাইট্রোজেন, অক্সার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও গন্ধক আছে; অস্থির মধ্যে এই কয়টি মৌলিক পদার্থ বাতীত ক্যালসিয়াম (Calcium) ও কস্ফরাস (Phosphorus) আছে; চর্কির মধ্যে কেবলমাত্র অক্সার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে।

আমাদের দেহ হইতে এই সকল উপকরণ নিরন্তর ক্ষরণ হইতেছে; খাদ্যের দ্বারা সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে। অতএব যে সকল পদার্থ আমরা পাচনরূপে গ্রহণ করি, তাহাদের মধ্যে এই সকল মৌলিক পদার্থের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, এই সকল মৌলিক পদার্থদিগকে তাহাদিগের মৌলিক আকারে গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ হয় না। পাণ্ডুরে করলা বা কাঠের করলার মধ্যে বশেষ পরিমাণ অক্সার আছে। কিন্তু করলা ভক্ষণ করিলে আমরা উহা হইতে অক্সারদিগের শরীর পোষণের উপযোগী অক্সার সংগ্রহ করিতে পারি না। বায়ুর মধ্যে বশেষ পরিমাণ নাইট্রোজেন ও

কার্বনিক এসিড্ বাষ্প আছে, কিন্তু আমাদের দেহরক্ষার জন্য যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আবশ্যিক হয়, তাহা আমরা বায়ুস্থিত নাইট্রোজেন অথবা কার্বনিক এসিড্ বাষ্প হইতে সংগ্রহ করিতে পারি না। উদ্ভিদজগৎ, বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে এবং ভূমির মধ্যে নাইট্রেট (Nitrate) নামক যে লবণ থাকে, তাহা হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে ও বায়ুস্থিত কার্বনিক এসিড্ বাষ্প হইতে দেহপোষণোপযোগী সমস্ত অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই নাইট্রোজেন ও অঙ্গার অজ্ঞাত মৌলিক পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া উদ্ভিদশরীরে প্রোটিন (Protein), তৈল (Fat), শ্বেতসার বা চিনি (Carbohydrate), প্রভৃতি উদ্ভিদ ও প্রাণী-দ্বিগের প্রাণধারণোপযোগী নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীতে পরিণত হয় এবং উহারা রক্তের কণা, মূত্র, কল, বীজ প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিস্তারিত থাকে। জীবগণ, উদ্ভিদজগৎ এই সকল সার পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সিংহ, বাঘ প্রভৃতি নিরপেক্ষ মাংসভোজী পোষিতপণ্ড প্রত্যক্ষভাবে না হউক, গোপভাবে উদ্ভিদজগৎ হইতেই নিজ নিজ আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহার গো, মেঘ, বাঁহ প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, তাহার সকলেই উদ্ভিদভোজী অর্থাৎ উদ্ভিদজগৎ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের দেহ নিশ্চিত হইয়াছে। অতএব কি আমিবভোজী, কি নিরামিবভোজী, সকল প্রাণীরই আহার সংগ্রহের আদিশান উদ্ভিদজগৎ।

এই স্থলে বক্তা কতিপয় ছাত্রাচিন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ ও জীবজগতে অঙ্গার এবং নাইট্রোজেন সংগ্রহের প্রণালী ও পরস্পরের মধ্যে এই দুই পদার্থের আদান-প্রদান সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

কার্বনিক এসিড্ বাষ্প জীবগণের পক্ষে অত্যন্ত বিধাত্ত পদার্থ। জগদীশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে জীবগণ প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সহিত উহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছে এবং বায়ু হইতে জীবনধারণের প্রধান সহায় অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করিতেছে। অগতঃ অঙ্গার এক আত্ম আচ্ছাদ্য কোশলে বায়ু হইতে এই বিধাত্ত কার্বনিক এসিড্ বাষ্প উদ্ভিদজগতের সাহায্যে দূরীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডল পুনরায় নিখল এবং জীবগণের খালোপযোগী হইতেছে। কার্বনিক এসিড্ বাষ্প অঙ্গার ও অক্সিজেন, এই দুই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন। গাছের পাতায় যে সবুজ রং প্রচুর পরিমাণে অবস্থিত করে, তাহা সূর্য্যকিরণ-সাহায্যে বায়ুস্থিত কার্বনিক এসিড্ বাষ্পকে বিশ্লেষণ করিয়া, উহা হইতে শরীর-পোষণোপযোগী অঙ্গার সংগ্রহ করে এবং জীবের প্রাণরক্ষার প্রধান সহায় অক্সিজেন বাষ্পকে বায়ুস্থ্যে পুনরায় প্রত্যর্পণ করে। অতএব জীবগণের পক্ষে বাহ্য বিষ, সেই কার্বনিক এসিড্ বাষ্পই উদ্ভিদগণ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং উহার মধ্যে যে অক্সিজেন আছে, জীবগণের প্রাণরক্ষার জন্য উহাকে বায়ুস্থ্যে পুনরায় ফিরাইয়া দেয়। এইরূপে জীব ও উদ্ভিদজগতের এই আচ্ছাদ্য রাসায়নিক কোশলে বায়ুর নিখল সংস্খিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের শরীর-পোষণের জন্য খাদ্যের মধ্যে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় সার পদার্থের

(Nutritive principles) অবহিত অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেই সকল সার পদার্থ কি, তাহাই আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দুগ্ধ প্রকৃষ্টতম আদর্শ খাদ্য। দুগ্ধ আমাদের জীবনের এক অবস্থায় শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। জীব শৈশবে স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া শরীর ধারণ করে, তাহার অল্প বাদ্যের প্রয়োজন হয় না। দুগ্ধ দ্বারাই তাহার শরীর পোষণ হয়, দুগ্ধ পান করিয়াই তাহার দেহ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজনে বাড়িতে থাকে। শরীর রক্ষার জন্য যে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তাহা সে দুগ্ধ হইতেই সংগ্রহ করে এবং চঞ্চল শিশু হাত-পা নাড়িয়া, হামা দিয়া, চলিয়া বা দৌড়িয়া যে পরিশ্রমের কার্য করে, তাহার জন্য তাহার যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা সে দুগ্ধ হইতেই আহরণ করে। অতএব দুগ্ধ শিশুর পক্ষে সর্বব্যবসামগ্র্য পূর্ণ খাদ্য (Complete food)।

একণে দেখা যাউক, দুগ্ধের মধ্যে কি কি সার পদার্থ (Nutritive principles) আছে।

দুগ্ধের মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ অবস্থিত করিতে দেখা যায়, এ সকলগুলিরই আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন। দুগ্ধের মধ্যে ছানা, মাখন, শর্করা বা চিনি, লবণ এবং জল আছে। আমাদের খাদ্যমধ্যে এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইংরাজীতে ছানাজাতীয় পদার্থকে প্রোটিন্ (Protoid) বা (Protein), মাখনজাতীয় পদার্থকে ফ্যাট্ (Fat), শর্করাজাতীয় পদার্থকে কার্বোহাইড্রেট্ (Carbohydrate), লবণজাতীয় পদার্থকে সল্ট্ (Salts) এবং জলকে ওয়াটার্ (Water) বলা হয়। ইংরাজী নামের পরিবর্তে আমরা দুগ্ধজাত সার পদার্থসমূহের নাম লইয়া এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের নামকরণ করিলাম, যথা,—

(১) ছানাজাতীয় উপাদান	..	...	Protoid
(২) মাখনজাতীয়	..	...	Fat
(৩) শর্করাজাতীয়	..	...	Carbohydrate
(৪) লবণজাতীয়	..	...	Salts
(৫) জল	..	...	Water

দুগ্ধ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত ও পূর্ণ খাদ্য হইলেও বয়স বাড়িয়া গেলিবার সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের উপর নির্ভর করা চলে না, কারণ, তাহা হইলে শ্রীর চার পাঁচ সের দুগ্ধ পান করিবার আবশ্যক হয়। এত দুগ্ধ খাইতে গেলে জল এবং ছানাজাতীয় উপাদান অনাবশ্যক অধিক পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে, তাহা করিবার আবশ্যক হয়। পুনশ্চ প্রত্যহ কেবল দুগ্ধ পান করিলে আহায়ে অর্থাৎ জন্মিয়া পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা।

যখন আমরা শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে পারি না, তখন দুগ্ধের মধ্যে যে সকল সার পদার্থ আছে, উহাদিগকে অস্তিত্ব খাদ্য হইতে আমাদের সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয়। আমরা মাছ, মাংস, ডিম, চ'উল, ডাল, ময়দা, ঘি, তৈল, চিনি, ফল, তরকারি প্রভৃতি

নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী চতুর্থে উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি। মাছ, মাংস, ডিম, ডাল প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিত করে। মাংস, ডিম, চর্নি এবং উদ্ভিদজাত তৈল, এ সমস্তই মাংসজাতীয় পদার্থ। চাউন, ময়দা, ধান, ডাল, চিনি, গুড়, কল প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে শর্করাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিত করে। এষ্ট সকল পাত্র দ্রব্যের মধ্যে বিবিধ লবণ জাতীয় পদার্থ বিস্তারিত থাকে এবং বাতনের সহিত লবণ গ্রহণ করিয়া লবণের অভাব আমরা পূরণ করিয়া থাকি। সকল খাদ্যের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে জল থাকে, এতদ্ব্যতীত পানীয়রূপে জল গ্রহণ করিয়া আমাদের দেহের জলের অভাব পূরণ হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই সকল বিভিন্ন জাতীয় সারপদার্থের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে উপযোগিতা কি, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

(১) ছানাজাতীয় উপাদান।— লক্ষ্য এই জাতীয় উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন আছে। সুতরাং মাংসপেশী প্রভৃতি নাইট্রোজেনযুক্ত দেহের উৎকর্ষসমূহের পুষ্টি-সাধন ও ক্ষয়-পূরণ ছানাজাতীয় পদার্থের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। মাংসপেশীর ক্ষয়-পূরণ মাখনজাতীয় (Fat) বা শর্করাজাতীয় (Carbohydrat) উপাদানের দ্বারা হয় না। এষ্ট ক্ষয় ছানাজাতীয় খাদ্যকে মাংস-গঠন (Flesh-former) খাদ্য কহে।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান কম থাকিলে দ্রুত সমাকৃ পুষ্টিলাভ করিতে পারেন না। শরীর জীব ও তরল হইয়া পড়ে, কার্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি থাকে না এবং মাংসপেশীর নৃপতার অজাব অধিক পরিশ্রম-জনিত কায়া কঠোর সামর্থ্য কমিয়া যায়। আমরা যত দূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিমাছি, তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের খাদ্যে ছানাজাতীয় উপাদানের অর্গাৎ প্রোটিনের ভাগ কম থাকে, চাইতে আমাদের ধারণা। ইহার প্রধান কারণ যে অর্গাভাব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্গাভাব বাতীত খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার অভাবও ইহার আর একটি কারণ। দরিদ্র লোকে প্রত্যহ মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য দ্রব্য যথোচিত পরিমাণে আহরণ করিতে অসমর্থ। কিন্তু ডালের মধ্যে মাছ, মাংস অপেক্ষা ছানাজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে অবস্থিত করে এবং ডাল, মাছ-মাংস চতুর্থে অনেক সস্তা। সাধারণ বাঙ্গালীর ধারণা ঐ যে, ডাল অল্প পরিমাণে নাই থাকিলে অর্জী ও পেস্টের অল্প হইবার সম্ভাবনা। এই ধারণা ঠিক সত্য নহে; এ সম্বন্ধে পরে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এ স্থলে কেবল এই কথা বলিতেছি যে, বাঙ্গালী যুবকদিগের খাদ্যে প্রোটিন বা ছানাজাতীয় উপাদানের অভাবের স্রোত হইয়াছে। ইহার অভাবে তাহাদিগের শরীর যথোচিত বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না এবং তাহারা দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ছানাজাতীয় খাদ্যের দ্বারা মাংস গঠিত হয়, সুতরাং পরিশ্রম-জনিত মাংসপেশীর ক্ষয় কেবল এই জাতীয় খাদ্যের সাহায্যে পূর্ণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ছানাজাতীয়

খাওয়ার দ্বারা প্রাপ্ত বশ (Nervous Energy) ব্যক্তি হয় এবং নানাবিধ দেহাঙ্কিত রস প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা শারীরিক উত্তাপ এবং কার্য্য করিবার শক্তিও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(২) মাখনজাতীয় উপাদান—ইহার মধ্যে কাকিন্, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ আছে, নাইট্রোজেন্ মোটেই নাই; সুতরাং ইহার দ্বারা মাংস-গঠন বা উত্তাপ স্ব-পূরণ হয় না। ইহার প্রধান কার্য্য—তাপ এবং শক্তি উৎপাদন করা। শবীরের মধ্যে হঠাৎ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া দগ্ধ হয় এবং তদ্বারা তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপের কতকংশ কার্য্য-করী শক্তিতে পরিণত হইলে, তদ্বারা যাবতীয় পারিশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই-জাতীয় খাদ্য অধিক খাইলে কতকংশ দেহমধ্যে চাক্ষুরূপে পরিণত হয়, অপরাংশ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এত জাতীয় খাদ্য অপর সকল জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণ তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ।

(৩) শর্করাজাতীয় উপাদান—এই জাতীয় খাদ্য হইতে আমরা কেবল তাপ ও শক্তি আহরণ করতে সমর্থ হই। ইহা মাখনজাতীয় খাদ্যের ত্রায় তত অধিক তাপ উৎপন্ন না করিলেও দেহমধ্যে উষ্ণতা অপেক্ষা সহজে ও শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য আমরা এই জাতীয় খাদ্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়া থাকি। এই জাতীয় খাদ্যের মধ্যে নাইট্রোজেন নাই, সুতরাং হঠাৎ মাংসপেশী গঠনের সহায়তা করে না। হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়া চাক্ষুরূপে পরিণত হয় এবং দেহমধ্যে সঞ্চিত হইয়া মাত্রাধিক মোটা করে। যি ও চিনি-মিশ্রিত মিষ্টান্ন দ্বারা অধিক ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের দেহে প্রায় স্থূল হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ এই জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরে বলা বিধান করে। পুষ্টি লোকের বিশ্বাস ছিল যে, মাংস ভক্ষণের শরীরে বলা উৎপন্ন হয়, এক্ষণে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। মাংসপেশীর গঠন ও দৃঢ়তা ছানাজাতীয় খাদ্য (Proteid) দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু মাংসপেশী চালনা করিবার শক্তি মাখনজাতীয় ও শর্করাজাতীয় উপাদান সহজেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রমাণ্য ব্যায়াম বা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিবর্তে মাখন বা শর্করাজাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া অধিক সফল লাভ করা যায়।

(৪) লবণজাতীয় উপাদান—ছানাজাতীয় পদার্থের ত্রায় ইহাও শরীর-পার্শ্বের সহায়তা করে। অত্রি-গঠনে ক্যালসিয়াম্ কন্সফেক্ট নামক লবণ, পাচক রস (Gastric juice) প্রস্তুত করিবার জন্য সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্, অ্যাস্ক.অনু শোষণের জন্য লেক্টের মধ্যে লোহাঘটিত লবণ, রক্তের কারক সম্পাদনের জন্য নানাবিধ কারকঘটিত লবণ, স্নায়ুশুল্লীর জন্য ক্যালসিয়াম্-বৃক্ক লবণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। এই সকল লবণের অভাবে শরীরের উপকরণসমূহ ঠিক ঠিক ভাবে নির্মিত হয় না।

(৫) জল—জল না হইলে জীবনধারণ করা যায় না। জল রক্তকে তরল অবস্থায় রাখে,

নতুবা রক্তসঞ্চালনের বাধা পড়ে যায়। জল পরিপাকের সাহায্য করে এবং পরিপাক প্রাপ্ত খাদ্যকে তরল করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার সুবিধা করিয়া দেয়। জল, শরীরের যাবতীয় দূষিত পদার্থ মল, মূত্র ও ঘর্ষের আকারে শরীর হইতে নির্গত করিয়া দেয়। জল না থাকিলে কার্বন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মূল পদার্থগুলি শরীর গঠন করিতে পারে না।

(৬) ভিটামিন (Vitamin) — উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ বাতিরেকে ভিটামিন নামক আর এক জাতীয় সারপদার্থ আমাদের খাদ্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকার একান্ত আবশ্যক। ইহা যে কি পদার্থ, তাহা নিশ্চয় করিয়া এ পর্যন্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু ইহা স্থির হইয়াছে যে, খাদ্যেব মধ্যে অপর সকল জাতীয় সারপদার্থ যথাপরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও একমাত্র ভিটামিনের অভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না এবং বোরবেরি (Beriberi) স্বর্জি (Scurvy) প্রভৃতি কতকগুলি দুরারোগ্য রোগ উপস্থিত হয়। মাংস, দুধ, ডিম, চাল, ডাল, তরকারি ও ফল প্রভৃতির মধ্যে এট পদার্থ অস্বাভাবিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। টাটকা খাদ্যের অভাবে স্বর্জি রোগ জন্মে। চাউল বেশী মাত্রা হইলে উহার ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়; এইরূপ চাউল ব্যবহার করিলে বোরবেরি নামক এক প্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

একত্রতার পর সভাপতি মহাশয় বক্তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

বক্তা শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয়কে মাজিক ল্যান্টার্নযোগে চিত্রাদি প্রদর্শন জন্ত ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত সরেন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

পরিশিষ্ট—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সভার বার্ষিক কার্য-বিবরণ

রঙ্গপুর শাখা—১৩২৪

১৩২৫ বঙ্গাব্দে এই সভা চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভার জরোদশ বার্ষিক কার্যবিবরণ বিবৃত হইল।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন সদস্য ১, বিশিষ্ট সদস্য ৫, অধ্যাপক সদস্য ৪, সহায়ক সদস্য ৭, সাধারণ সদস্য ২৩৯, ছাত্র সদস্য ৫১, একুশ ৩০৮।

স্রালোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্ততম উৎসাহী সদস্য পূর্ণেন্দুবোহন সেহানবীশ মহাশয় পরলোকগমন করেন। পূর্ণেন্দু বাবুর পরিবারের জন্ত এই সভা অর্থ সাহায্য সংগ্রহে তৎপর হইয়াছেন।

বিগত ২৮শে মাঘ রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৩২৪ তারিখে এই সভার দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞাপন বি এ, বি এস সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনিবার্য কারণে জরোদশ বর্ষের প্রায় শেষভাগে দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরে জরোদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন আয়োজন করা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শেষভাগে একত্রে জরোদশ ও চতুর্দশ সাংবৎসরিক অধিবেশন আয়োজন করা স্থির হইয়াছে। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের সঙ্গে সঙ্গে এবং জরোদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনের পূর্বেই চতুর্দশ বার্ষিক গণনা করা হইতেছে।

বিগত দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনেই জরোদশ ও চতুর্দশ (১৩২৪।২৫) বর্ষদ্বয়ের ১ জন সভাপতি, ৫ জন সহকারী সভাপতি, ১ জন সম্পাদক, ৪ জন সহকারী সম্পাদক এবং ছাত্রাধ্যক্ষ ও চিত্রশালাধ্যক্ষ মোট ১৪ জন লইয়া কার্যানির্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং জরোদশ বর্ষে ২টি সাধারণ ও দুইটি বিশেষ মোট ৪টি কার্যানির্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে।

জরোদশ বর্ষে একটা মাসিক ও দুইটি বিশেষ অধিবেশন হয়। দ্বাদশ বর্ষে নিম্নোক্ত দুইটি অধিবেশন হয়।

	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক	
৫ম অধিবেশন	হেগেলের দার্শনিক	রঙ্গপুর সুবর্ণনদ	শ্রীযুক্ত কালীকান্ত
২৩শে বৈশাখ, ১৩২৪।	মতবাদ—শ্রীযুক্ত কিতীশ- চন্দ্র বাগ্‌চি এম্ এ,	সহকারী কুলের দণ্ডবীর চাপরাশী	বিশ্বাস কর্তৃক উপস্থিত।
৮ম অধিবেশন।	মতবাদ কুসোলের	(সন ১২৬৭ বার)	
৭ই চৈত্র, ১৩২৪।	প্রতিভা—শ্রীযুক্ত ব্রজবিনয় ভট্টাচার্য		

প্রথম অধিবেশন	সংস্কৃত ভাষার	পৌড়ের চিত্রাবলী	শোক প্রকাশ
২৩শে ফেব্রু, ১৩২৪	পরিণাম।	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ	সভার উৎসাহী সদস্য
	শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র	গুপ্ত এম, এ,	গুণেন্দ্রমোহন দেহানবীন
	বেদান্ততীর্থ	আই, সি, এস।	মহাশয়ের পরলোক গমনে

বিশেষ অধিবেশন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এসসি মহাশয় “উদ্ভিদের মনস্তত্ত্ব” (Psychology of Plants) সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ বক্তৃতা করেন। উহার প্রথম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিন্দ্রাট শ্রীযুক্ত বারবেবর তর্করত্ন ও দ্বিতীয় অধিবেশনে তাজহাটের রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাছর সভাপতির কার্য করেন।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্রার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎধর ভট্টাচার্য্য, মি: পি, জে, মেটা, এম, ডি, বার-এট-ল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভাজ্যবণ, বি এসসি মহাশয় কতিপয় পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিকাশ, প্রবাসী, নারায়ণ, পুষ্কর, স্বাস্থ্য-সমাচার, বিজ্ঞান, ব্রাহ্মণ-সমাজ, অর্থা, সাহিত্য-সংবাদ, সাহিত্য-সংহিতা, অর্চনা, জগজ্যোতি, বাহী, প্রতিভা, তেজিণী, সৌরভ, উপাসনা, হিন্দু পত্রিকা, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, হিন্দুভক্তিকা, বিশ্ববার্তা, শিক্ষা-সমাচার, রঙ্গপুরদিকপ্রকাশ, গৌড়দূত, মালদহ-সমাচার, সঙ্গর, সুরমা, সুরাঙ্গ ও রঙ্গপুরদর্শন—এই সকল সাময়িক পত্রিকা নিম্নোক্ত উপহাররূপে পাওয়া গিয়াছে।

উক্ত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বঙ্গভা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে এই সভা বিগত বর্ষে বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন যে, উক্ত ও পূর্ববঙ্গের সাহিত্যসেবিকগণের প্রতিনিধিরূপে একজন সাহিত্যসেবীকে টেক্সট বুক কমিটিতে গ্রহণ করা হউক। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় গত ১৭/৭/১৮ তারিখে ২২০১ এসি পত্রদ্বারা ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করার উক্ত সম্মিলন কর্তৃক এতদ্বারা গঠিত শাখা-সমিতির গত ৩১/১২/২৪ তারিখের অধিবেশনে উক্ত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন ও এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে ঐ টেক্সট বুক কমিটিতে গ্রহণার্থ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

বিগত বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মানসীর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী এম এ, ডি এল মহাশয় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ ও তৎসংগঠিত চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

আলোচ্য বর্ষে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে ২৬ এ ও ২৭ এ প্রায়শ তাম্রিখে জগাঠিনীর অবকাশে বঙ্গভা নগরীতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ, বার-এট-ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত নবাবজাদা সৈয়দ আবুতাকর আলি সাহেব বাহাছর বঙ্গভাষাভাষীর পক্ষ হইতে সমাগত সাহিত্যকর্মিককে অভ্যর্থনা করেন এবং বঙ্গভাষার

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস স্তম্ভ এল এম এল মহাশয় অধ্যক্ষনা-সমিতির সম্পাদকের কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

সভার মুখপত্র রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দশম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গপুর-শাখা-১৩২৫

১৩২৬ বঙ্গাব্দে এটি সভা পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভার চতুর্দশ বার্ষিক কার্যবিবরণ বিবৃত হইল।

সম্পদের ত্রুটি :- আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে রঙ্গপুর বামনডাক্তার ভূম্যধিকারী বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী ও মাগদহ ইংরেজাবাদের জমিদার কৃষ্ণগাল চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনেই এখানকার ও চতুর্দশ বর্ষেরের ঐক্য কার্য-নির্বাহক-সমিতি গঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির চারিটা মাত্র অধিবেশন হইয়াছে।

বিগত ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শেষভাগে চতুর্দশ সাংবৎসরিক অধিবেশন না শুভয়ায়, বর্তমান ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৮শে বৈশাখ তারিখে আহূত অধিবেশন গহ্বরা চতুর্দশ বর্ষে মোট দশটি বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে।

অধিবেশনের নাম গঠিত প্রবন্ধ ও

ও তারিখ।

লেখক

প্রথম বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেশবনাথ ভারতী স্মৃতি-সাংখ্য-মীমাংসা-২২শে বৈশাখ, রবিবার পুরাণভীষ মহাশয় কর্তৃক প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে বক্তৃতা (পূর্বাংশ)।

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয় লিখিত অষ্টমত-মঙ্গল ২২শে বৈশাখ, রবিবার পুণি ও অষ্টমতাত্ত্বিক কাল নিকরণ প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেশবনাথ ভারতী স্মৃতি-সাংখ্য-মীমাংসা-পুরাণভীষ ২৯শে বৈশাখ, রবিবার মহাশয় কর্তৃক প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সাধনা (উত্তরাংশ) (বক্তৃতা)।

চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয় লিখিত “ভট্ট ১৯শে আশ্বিন, রবিবার কবিতা”। এই অধিবেশনে (ক) শ্রীযুক্ত বলিদীপক পণ্ডিত মহাশয় প্রবন্ধ ‘বর্গীর ঙ্গপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং (খ) ছাত্রসভা শ্রীযুক্ত বলিদীপক মহাশয় প্রবন্ধ সাহিত্যের জগৎ-আলোকে মুদ্রা প্রদর্শিত হয়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয়ের লিখিত “বদরপুরের
২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার কেল্লা ও শিলাদিপি”।

ষষ্ঠ-সাত্তোত্র উৎসাহদাতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে
শোক প্রকাশ করা হয়।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত “সৃষ্টিতত্ত্বে প্রাচী
২৫শে কার্তিক, রবিবার ও পাঁচাত্তা”।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের লিখিত “বিবেককার
৭ই পৌষ, রবিবার শূলপার্ণি”। এটি সভায় ১, রংপুর বামনডাকার জমিদার বিশিন-
চন্দ্র বায় চৌধুরী এবং ৭বি গোবিন্দচন্দ্র দাস ও কাইকোটের
ভূতপুত্র বিচারপতি অধ্বনিমিত্ত ভ্রর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-
রগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের লিখিত “সত্যনারায়ণের
১২ই ফাল্গুন, রবিবার পাঁচালী সহস্রক আণোচনা”।

নবম মাসিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয় লিখিত “বৈষ্ণব সহিতো
১৬ই চৈত্র, রবিবার শ্রীহট্ট”।

দশম মাসিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস বি এ, বি এ মহাশয় লিখিত “গাঙ্গা কালু ও
২৮ বৈশাখ, রবিবার চম্পাবতীর পুথি”।

নিম্নলিখিত হিষ্টেয়ী বন্ধু ও সদন্তগণ শাখার গ্রন্থাগারে পুথি ও পুস্তকাদি উপহার প্রদান
করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজা জগদীন্দ্রদেব রায়কত, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত
প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত সত্যনাথ ভট্টাচার্য্য, মোহনবী মোহানন্দ জমিদার জাহান্নাদ, শ্রীযুক্ত
সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার সাহিত্য-সভার সম্পাদক, গোহাটি শাখা-পারিষৎ-
সম্পাদক ও সারস্বত-সম্মিলন সম্পাদক।

গত বর্ষে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, বিকাশ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, প্রবাসী,
নারায়ণ, বাহ্যসমাচার, আশ্রমসন্ধান, অর্ঘ্য, সাহিত্য-সংবাদ, অর্চনা, সাহিত্য-সংহিতা, জগ-
জ্যোতিঃ, প্রভাতা, তেজিণী, সৌরভ, উপাসনা, হিন্দু পত্রিকা, The Devalaya Review,
আর্যাবিকৃতি, বঙ্গবাসী, হিতবাহী, হিন্দুজ্ঞান, বিশ্ববার্তা, শিলা-সমাচার, রঙ্গপুরদিক্-প্রকাশ,
গৌড়ভূত, মালদহ সমাচার, সঙ্গর, সুরমা, সুরাজ, রঙ্গপুর দর্পণ।

“নারায়ণ”-সম্পাদক সুরেন্দ্রকৃষ্ণ বারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস এম এ মহাশয়ের সঞ্চিনার
জন্ম বিগত ২৪এ ফাল্গুন, শনিবার ১৩০৫ বঙ্গাব্দ তারিখে স্থানীয় এডওয়ার্ড স্কুলে এক
শাস্ত্রসম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল।

চিত্ৰশালা পৰিদৰ্শন—বিগত বৰ্ষে অবসৰপ্ৰাপ্ত ম্যাক্‌ট্ৰেট ও কালেক্টৰ শ্ৰীযুক্ত স্বৰ্ণাকুমাৰ অগ্ৰাতি এম এ, পি আৰ এম্ এবং শ্ৰীযুক্ত চিত্ৰৰঞ্জন দাশ এম এ, ব্যৱিষ্টাৰ ও শূৰ্শিদাবাদ বালুচৱেৰ অমিতাৰ শ্ৰীযুক্ত সুপৎ সিং ও শ্ৰীযুক্ত জগপদ্ৰ সিং মহোদয়গণ ৰঙ্গপুৰ-সাহিত্য পৰিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট চিত্ৰশালা পৰিদৰ্শন কৰেন।

উত্তৰবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন,—জম্মাঠিমৌৰ অৱকাশে বিগত ১৩১৫ বঙ্গাব্দৰ ১২ই ডাঢ় হইতে জলপাইগুড়ী নগৰে উত্তৰবঙ্গ সাহিত্য-সন্মিলনৰ একাদশ অধিবেশন হইবে, এইৰূপ নিৰ্দ্ধাৰিত হইয়া কৰ্ম্মাৰম্ভ কৰা হইয়াছিল। সাময়িক অৱেৰ প্ৰাৰ্থনা নিবন্ধন তত্ত্বাত্কাৰ্য্য-নিৰ্দ্ধাৰক সমিতিৰ অমুৰোধে কেন্দ্ৰসভা এইৰূপ নিৰ্দ্ধাৰণ কৰেন যে, ৮পূজাবৰ্ষৰ অন্তে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক কালনিৰ্দেশ পূৰ্বক সন্মিলনৰ অধিবেশন কৰা হইবে। বৰ্ত্তমানে এতৎসম্বন্ধে পত্ৰ ব্যৱহাৰ চলিতেছে।

সভাৰ মুখপত্ৰ,—বিগত বৰ্ষে সভাৰ মুখপত্ৰ ৰঙ্গপুৰ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা ১ ২৩, ১ম—৪ৰ্থ এন্দ্ৰ ১:২৮, ১ম—৪ৰ্থ সংখ্যাৱৰ প্ৰকাশিত হৈয়াছে।

আলোচ্য বৰ্ষে কেন্দ্ৰসভা উত্তৰবঙ্গ সাহিত্য-সন্মিলনৰ প্ৰাৰ্থনা অধিবেশনৰ বিস্তৃত কাৰ্য্য-বিবৰণ প্ৰকাশিত কৰিয়াছেন।

শ্ৰীহৰেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বাগচৌধুৰী

সম্পাদক।

ৰাজসাহী শাখা—১৩২৫

গৃহপোষক—সভাপতি কুমাৰ শ্ৰীযুক্ত শৰৎকুমাৰ ৰায় এম এ, সহকাৰী সভাপতি—মাননীয় শ্ৰীযুক্ত কিশোৰীমোহন চৌধুৰী এম্ এ, বি এল এবং ৰায় শ্ৰীযুক্ত কুসুমিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুৰ, এম এ। শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়কুমাৰ মৈত্ৰেয় বি এল, অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত ৰমা-প্ৰসাদ চন্দ্ৰ বি এ, এবং শ্ৰীযুক্ত ৰাধাগোবিন্দ বসাক এম এ প্ৰভৃতি সাহিত্যসেৱকগণ ইহাৰ বিশিষ্ট সভা। সভাৰ সাধাৰণ সভ্যসংখ্যা ৬০।

আলোচ্য বৰ্ষে তিনিটি মাসিক অধিবেশন এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১ম অধিবেশন ৬ই বৈশাখ। আলোচ্য-বিষয়—বিশ্ববিদ্যালয়ে বাতৃভাৱ দান। প্ৰবন্ধ-লেখক শ্ৰীযুক্ত গোষ্ঠবিহাৰী বৰ্দ্ধমদাৰ বি এ। কুমাৰ শ্ৰীযুক্ত শৰৎকুমাৰ ৰায় এম্ এ, সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰেন। শ্ৰীযুক্ত সিদ্ধেশ্বৰ গাঙ্গুলী এম্ এ, বি টি, এবং অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত গিৰিজানন্দৰ তট্টাচাৰ্য্য এম এ, বাতৃভাৱ অৱলম্বনে শিক্ষাৰ উপযোগিতা বুজাইয়া দেন। অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত নলিনীমোহন দত্ত এম এ, এাং শ্ৰীযুক্ত কোবিকীচৰণ তট্টাচাৰ্য্য এম এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাতৃভাৱ-সম্বলিত শিক্ষাপ্ৰণালীৰ একটি দাৰা দেখাহুৱাছেন।

বিভীৰ অধিবেশন, ১৫ই আষাঢ়। আলোচ্য বিষয়—“শিক্ষাৰ বাতৃভাৱ উপযোগিতা”, প্ৰবন্ধ-লেখক শ্ৰীযুক্ত সিদ্ধেশ্বৰ গাঙ্গুলী এম্ এ, বি টি। মাননীয় শ্ৰীযুক্ত কিশোৰীমোহন চৌধুৰী এম্ এ, বি এল মহোদয় সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰেন।

বিশেষ অধিবেশন—২০শে মার্চ। পরলোকগত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিতে শৌক প্রকাশের জন্য এই অধিবেশন করা হয়। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম এ, বি এল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ তট্টাচার্য্য এম এ, বি টি, মৃত মহাত্মার জীবনী বিস্তৃতরূপে আলোচনা করেন।

শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্তী

সম্পাদক।

ভাগলপুর শাখা—১৩২৫

পরিষদের নিয়মানুসারে বৎসরের দ্বারা একটি সাধারণ অধিবেশনে কার্যানির্বাহক-সমিতি এবং কর্মচারী নির্বাচিত হয়। পরে চারিটি অধিবেশনে নিম্নোক্ত চারিটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ এবং লেখকের নাম—

১। মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম—শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র

২। মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ শিল্পকলা—ঐ ঐ

৩। ব্রাহ্মণের আভিজাত্য—শ্রীযুক্ত চাঁদচন্দ্র চৌধুরী

৪। পৌরন-চরিতে বিজ্ঞানজ্ঞান—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম এ

গ্নেগু এবং ইন্স-রেজার প্রকোপে এ বৎসর আর কোন অধিবেশন আয়োজন করা সম্ভব হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে সভাসংখ্যা ছিল ৩২, পুস্তকাগারে পুস্তক-সংখ্যা ৩২২; আর ৬০৯, ব্যয় ৫০৮/১০।

শ্রীপ্রমত্তন্দর বসু।

সম্পাদক।

চট্টগ্রাম শাখা—১৩২৫

বিগত বর্ষে চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদের ষাটটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আদর্শ-চরিত্র পূজাপদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর-পূজন, মহাকবি নবীনচন্দ্রের সাংবৎসরিক স্মৃতি-উৎসব কবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অভিনন্দন, নেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে আনন্দ প্রদান ও চট্টলের স্মৃতি সন্ধান শ্রীযুক্ত বিহুতি-কৃষ্ণ দত্ত এম-এস-সি মহোদয়ের পি-আর-এস উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁহার সন্মুখীন প্রভৃতি উপলক্ষে যথাক্রমে পরিষদের পাঁচটি বিশেষ অধিবেশনও হইয়াছে।

২রা চৈত্র মসিবার নবমীপাড়া ‘মগধেশ্বরী’ তটে জন্মভূমির অমর কবি নবীনচন্দ্রের শ্মশান-ক্ষেত্রে সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমিল্লা, নোয়াখালী, খণ্ডল প্রভৃতি স্থান হইতেও অতিথিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে কবি নবীনচন্দ্রের বর্ণনামূলক প্রতিকৃতি হওয়ার আমাদের এ পরিষৎ বিশেষ গৌরব ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়, বিদুষী মহিলা কুমুদিনী দাস ভারতী, আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী, রায় বাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, মনোহরজ্ঞান গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ মহাঅগণের পরলোকগমনেও এ পরিষৎ বিশেষ শোক প্রকাশ করেন।

পরিষদের অধিবেশনে নিম্নোক্ত ভদ্র মহোদয়গণের রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকৃতি পঠিত হয়। কবিতা—

মহাত্মার মাহুদর্শন—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

গোবিন্দ-প্রয়াণ— " " "

বনপথে আত্মপ্রসাদ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেন

চট্টল-বন্দনা—শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্তী বি এ, সহজতীর্থ

আত্মাহুতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ

শ্রশানে—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

পল্লীবাদী—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র লাল এম এ, বি এল

মায়ের আত্মান—শ্রীযুক্ত মোক্ষদাক্ষ্যুমাৰ বিশ্বাস এম এ

সৈরিজী কাবোৰ কয়েক সগ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হিৰিন্দ্ৰচন্দ্র কাব্যতীর্থ

নবীন-স্মৃতি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

মিলন - শ্রীযুক্ত চরিত্রপা চৌধুরী

(পৰ্য্যক)

শৈলপথে হাতীখেদাভিযান—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র লাল এম এ, বি এল

মীনচেষ্টন—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস

সুসঙ্গমান কবির বিভাচন্দ্র—শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম, সাক্ষাৎনিশানদ

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম এ

কৈকেয়ী-কলঙ্ক—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বি এল

আধুনিকীকৃত সাহিত্য ও তাহার দার্শনিক ভিত্তি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রমোহন সেন বি এ, কবিরঞ্জন,

বৈষ্ণবশাস্ত্রী

বঙ্গভাষা—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

সুস্বাদু—শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী

অতীতের স্মৃতি-কথা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সাংখ্যতীর্থ

আধুনিক শাস্ত্রের বিশেষত্ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বিজ্ঞানিধি

স্বপ্নভঙ্গ—শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র ঘোষ

আর্ঘ্য—শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্তী বি এ, সহজতীর্থ

সদস্য-সংখ্যার হ্রাস সত্ত্বেও গত বৎসর পরিষদের আর আশাব্যঞ্জক হয় নাই এবং অর্থানটন-বশতঃ অনেক প্রয়োজনীয় কার্য অসম্পন্ন ও অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। সদস্য-সংখ্যার

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও প্রতিমত চাঁদা আদায়ের অল্প কোন প্রকৃষ্ট বিধান না করিলে পরিষদের উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তৎপ্রতি পরিষদের তত্ত্ব ও কঠোরবিধানে অহুকুল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পরিষদের বর্তমান সদস্যসংখ্যা—১১৪ এবং চাঁদা বাৎ উত্তুল হইয়া সর্বমুদ্র মোট ১১২১/০ গত বৎসরের আয়; ব্যয় হইয়াছে ১২৩৬/১০। সম্পাদক মহাশয় নিজ তটাবল হইতে ১০৬/১০ আনা খরচ করিয়া পরিষদের আবশ্যিক ব্যয় কোনমতে নির্বাহ করেন।

বর্তমান বর্ষের কর্মসমাপ্তি এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল। সহঃ সভাপতি, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম এ, অধ্যাপক। ২। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যাবিশারদ। ৩। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ। সহঃ সম্পাদক ১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গালা এম এ, বি এল। ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বসু বি এ, বি-টি। ৩। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ। কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন বড়ুয়া এম এ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বি এল, শ্রীযুক্ত রমেশচরণ হান্ডিক, শ্রীযুক্ত পাণ্ডিত্য শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ এবং মোহার শ্রীযুক্ত হরিমোহন নাথ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র লাহা

সহকারী সম্পাদক।

বারাণসী শাখা—১৩২৫

*আলোচ্য বর্ষে বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষদের দশম বর্ষ অভীত হইল। এ বৎসর মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত বাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি, শ্রীযুক্ত বহ্ননাথ সরকার এম এ, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত কণিত্বেষণ তর্কবাগীশ এবং চিনিধিলাল মৈত্রী এম এ মহাশয়গণ সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত হরিশ্বর শাস্ত্রী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত হরিন্দাস কাবাসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত চারুশর্মা বন্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত তারারচরণ কাব্যতীর্থ সাহিত্যোপাধ্যায় গ্রন্থাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় কোবোধক্ষ, শ্রীযুক্ত অহুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ আর-ব্যয়-পরীক্ষক, শ্রীযুক্ত কণিত্বেষণ অধিকারী এম এ, শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য এম এ, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম এ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ, শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য কাব্যবিনোদ এবং শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র গুপ্ত।

আলোচ্য-বর্ষে শাখা সভার চারিটি অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ	লেখক	সভাপতি
১। চন্দ্রশিখি	শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শাস্ত্রী	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাদবেশ্বর তর্করত্ন
২। শব্দভঙ্গ	” হরিশ্বর শাস্ত্রী	” ” ”

প্রবন্ধ

লেখক

সভাপতি

৩। অধ্যাপক নিখিলনাথ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ। রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম এ এল, এল বি, আই এস ও, বাহাদুর।

৪। ভ্রম শঙ্করদাস। শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই।

প্রথম প্রবন্ধ অগ্রহারণের “সাহিত্য” (১৩২৫), দ্বিতীয় প্রবন্ধ বৈশাখের “ভারতবর্ষ” (১৩২৬), তৃতীয় প্রবন্ধ মাঘের “মানসী ও মর্শ্ববাণীতে” (১৩২৫), চতুর্থ প্রবন্ধ চৈত্র-বৈশাখের “অর্চনার” (১৩২৬) প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধদ্বয় বহুতর পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত হইয়াছে।

কবির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কাশীতে সমাগত হওয়ার তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ২১শে চৈত্র (১৩২৫) এক বিশেষ সভা আহুত হয়। অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু বারানসী শাখা সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট কার্যক্ষেত্রের নির্দেশপুস্তক বক্তৃতা করিয়া শাখা সভাকে উপকৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠের সভার অধিবেশনে মূল পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন।

সভার অন্ততম সহকারী সভাপতি ৮ নিখিলনাথ মৈত্র এম এ মহোদয়ের অকাল-মৃত্যুতে শাখা-সভা কতিপয় হইয়াছেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারারচরণ কাব্যতীর্থ সাহিত্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় স্থানীয় রাধাকালী লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি পাওয়ার শাখা-পরিষদের পুস্তকালয় বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে গাই আড়াই হাজার পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

শাখা-পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনেই স্থানীয় এংলো বেঙ্গলী স্কুলে সম্পন্ন হইয়াছে। এ সভা স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের নিকটে শাখা-পরিষৎ কৃতজ্ঞ। শাখা-পরিষদের পুস্তকালয় ও অধিবেশন—এই উভয়ের উপযোগী স্থানের অভাব। এ বিষয়ে আমরা বাঙ্গালী ভ্রম মহোদয়-গণের সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

সম্পাদক।

গৌহাটী শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে ইন্ডিয়ান ব্যাংক প্রকোপে অনেক দিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় ও সভাসমিতির অধিবেশন বাহাদুরী না হওয়ার, পরিষদের অধিবেশন-সংখ্যা কিছু কম হইয়াছে। মাত্র ৩টা অধিবেশন হইয়াছে। মোট ১০টা প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছে। নিম্নে উহার বিবরণ দেওয়া হইল।

১ম অধিবেশন—১২ই আশ্বিন, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ—“গৌটা নাগা”—লেখক ভাণ্ডার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসুমদার এল এম এস। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—“ইংরাজ রাজত্বের

প্রাক্কালে আসামের শিক্ষা ও বাণিজ্যের অবস্থা" (দ্বিতীয় অংশ), লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২য় অধিবেশন—১৪শ কাৰ্ত্তিক, ১৩২৫ । ১ম প্রবন্ধ—"সে কাল ও এ কাল"—লেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ । ২য় প্রবন্ধ—"রঞ্জন রশ্মি"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ ।

৩য় অধিবেশন - ১৫শ পৌষ, ১৩২৫ "আসামে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাম জাতি"—লেখক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দেব । স্থানীয় "অসমীয়া সাহিত্য উন্নতি-সামিতি সভার" অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বর গোহাঁই বি এ মহাশয় যে এই শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, গোপালনাথ তাৎপর্য অন্বেষণ পাঠ করেন । প্রবন্ধ পাঠাধীন এই সভায় ৮ সার্ব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ৬ শ্যামিন্দ্রচন্দ্র দাস ও স্থানীয় নাট্য-রঙ্গালয়ের অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা রত্নেন্দ্রলাল চক্রবর্তী মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয় ।

৪র্থ অধিবেশন—১২ই মাঘ, ১৩২৫ । ১ম প্রবন্ধ—"আসামে আহোম রাজত্ব"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুর্য্যকুমার ভূঞা এম এ । ২য় প্রবন্ধ—"মুকুন্দরামের পরিচয়"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ।

৫ম অধিবেশন—১৪শ ফাল্গুন ১৩২৫ "স্বা-স্বকান্ত ও পঞ্জিকাংস্কার"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ ।

৬ষ্ঠ অধিবেশন—৩রা চৈত্র, ১৩২৫ । ১ম প্রবন্ধ "কবিতাকুসুমাবলী"—লেখক—শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ (রংপুর) । ২য় প্রবন্ধ "ডি, এল, রায়ের 'নীতার সমালোচনা" ।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ এবং শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গাঙ্গুলী বি এ, বি টি মহাশয়গণ সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছেন ।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক ।

ত্রিপুরা শাখা—১৩২৫

এই বৎসর ৫টি সভা হইয়াছিল । তন্মধ্যে ৩টিতে উপযুক্তসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ার কোন কার্য্য হয় নাই । বাকী দুই সভায় নিম্নলিখিত দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল,—

১। উপাধি ব্যাধি—শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর ।

২। জনবীনচন্দ্র সেন—বক্তা—শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অন্নকুলচন্দ্র বিজয়ারত্ন, শ্রীযুক্ত রজনীনান্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মৌলবি মৌলানা আব্দুল হক এবং শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চক্রবর্তী ।

গত বৎসর সভ্য-সংখ্যা ১১১ ছিল। বর্তমান বর্ষে তাহা বৃদ্ধি হইয়া ১১৫ হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষে পুষ্টি-সমিতির সভ্যগণ বিশেষ কোন কাজ না করিয়া থাকিলেও, সম্পাদকের চেষ্টায় ১০ খানি পুষ্টি সংগৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে একটি পিঙ্গল-নির্মিত মূর্তি সম্পাদক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে ঢাকা বাহুবরে প্রেরিত হইয়াছে। হাতীর উপর সিংহ ও তাহার উপর জী-মূর্তি। মূর্তির পশ্চাদ্ভাগে টাকার ভাং গোল ছইট রুত চিহ্ন ও তাহার মধ্যে কয়েক লাইন অম্পষ্ট লেখা আছে—বহু কষ্টেও লেখা পড়িতে পারা যায় নাই।

বার্ষিক অধিবেশনের সময় চাঁদা আদায় হয় বলিয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া গেল না।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়

সম্পাদক।

বর্তমান শাখা-১৩২৫

অধিবেশন	তারিখ	প্রবন্ধ	লেখক
	১৩২৫ সাল	কপালকুণ্ডলা	শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
১ম বার্ষিক	৮ই আষাঢ়	৩ মিরাস্তা	এম এ, বি এল।
২য় "	৭ই ভাদ্র	চণ্ডীদাস	ড্রাকমলকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল।
৩য় "	৩১শ আশ্বিন	বঙ্গসাহিত্যে নব	শ্রীআনন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়
		রোমাক্সের প্রসার	বি এল।
৪র্থ "	৭ই পৌষ	কপালকুণ্ডলার মতিবিবি	শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
			এম এ, বি এল।

এই চতুর্থ অধিবেশনে প্রথমে শ্রীমন্নর গুরুদাসের তিরোত্তাবে নোক প্রকাশ উপলক্ষে তাহার আদর্শ জীবনের আলোচনা হয়। আদায় করিবার লোভাতাবে চাঁদা একেবারেই আদায় হয় নাই। পূর্বসংকল্পিত অর্থ হইতে বিবিধ খরচের জন্য ২০০ টাকা লওয়া হয়। তন্মধ্যে ১৩১০ খরচ হইয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

কালনা শাখা-১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-শাখার অবস্থা ভাল নয়। অনেকগুলি উৎসাহী সভ্য স্থানত্যাগ করায়, সর্বোপরি ছই জন সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষের মৃত্যুতে, শাখা অত্যন্ত কতিপ্লত হইয়াছেন।

নোক-প্রকাশ,—সভার অন্ততম সহকারী সভাপতি অম্বোদনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল (হাইকোর্ট উকীল) এবং অন্ততম সহকারী সম্পাদক বসন্তকুমার উপাধ্যায় মহোদয়দের মৃত্যুতে তৃতীয় বীসিক অধিবেশনে শাখা-পরিষৎ নোক-প্রকাশ করিয়াছেন।

অধিবেশন ;—আলোচ্য বর্ষে মালেশ্বরী ও মহামারিতে এতদঞ্চল উৎখাত হওয়ার, পাঁচটির অধিক মাসিক অধিবেশন হয় নাই। এই পৌষ একট বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, শাখা-পরিষদের স্তূপূর্ক সভাপতি রত্নপুর গাইবান্ধার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল নন্দী মহাশয়কে এই অধিবেশনে সন্মিলিত করা হয়।

প্রবন্ধ পাঠ ;—বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টি পাঠ হইয়াছে,—

প্রবন্ধ

লেখক

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| (১) বেদের ব্যভিচার | শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ । |
| (২) প্রাকৃত ভাষার কাব্য | শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ । |
| (৩) সৌন্দর্যের স্বরূপ | শ্রীনির্মলপদ চট্টোপাধ্যায় । |
| (৪) বস্তুতাত্ত্বিকতা | শ্রীনির্মলপদ চট্টোপাধ্যায় । |
| (৫) আয়ুর্কর্ষেদের প্রাচীনত্ব | শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক কবিরত্ন । |

হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে শাখা-পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত সভাগণ বোগ দিয়াছিলেন ;—

(১) শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বিজ্ঞাবিনোদ, (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার কাব্যতীর্থ, (৩) শ্রীনৃসিংহ-দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪) শ্রীবলাই দেবশর্মা এবং (৫) শ্রীপারীমোহন সেনগুপ্ত।

কার্যনির্বাহক-সমিতি ;—আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভাগণকে লইয়া কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী মল্লিক এম এ, বি এল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

সহকারী সভাপতি { মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “পল্লীবাণী” সম্পাদক

ছাত্রাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত যোষ এম এ, বি এল

গ্রন্থাধ্যক্ষ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ স্বতীচূড়ামণি

সম্পাদক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ এল এম এস

সহকারী সম্পাদক { শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার উপাধ্যায়
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার কবিরত্ন
শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাগণ—

শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল

শ্রীযুক্ত কণিকৃষ্ণ সাত্তাল

শ্রীযুক্ত হরমোহন বেক

ডাঃ শ্রীযুক্ত কেজনাথ মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিজুভিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৌলবী শ্রীযুক্ত আব্দুল খালেক

শাখার নিজস্ব গৃহ নাই। অধিবেশনাদি কালনার টাউন হলে হইয়া থাকিত।

নিজস্ব গৃহ না থাকায় কার্যালয়ের বড়ই অসুবিধা। পুষ্টি-পুস্তক বাহা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, সবই স্থানান্তরে বিশৃঙ্খলাবহায় রহিয়াছে।

শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ

সহযোগী সম্পাদক।

মোদিনাপুর শাখা—১৩২৪

আলোচ্য বর্ষে দেশপূজ্য মহাশয়হোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয় শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং শাখা-পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি সঙ্গীতাচার্য্য চৌধুরী বাববেঙ্গনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ মহোদয় অধ্যর্থনা-সমিতিয় সভাপতিরূপে অধ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ বি এল ও শ্রীযুক্ত কলীপ্রনাথ পাল বি এ মহাশয়গণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা

(১) আলোচ্য বর্ষে নবাবজাদা সৈয়দ আলি আসরাফ মহোদয়ের শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন।

(২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় বিভাসাগর মহাশয়ের বহুত-লিখিত পত্র প্রাপ্তি। আমাদের অন্ততম সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেশনাথ দাস মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতৃদেবকে তিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। ইহার তারিখ ১৭৮৩ শকাব্দা, জ্যৈষ্ঠ মাস। আমাদের অন্ততম সদস্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন মহাশয়ের যেরূপ উহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

(৩) আমাদের সহদয় ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ ডব্লিউ এন ডেলভিড মহোদয় শাখা-পরিষদে সংগৃহীত পুথির প্রচারকরমে এবং সচিচ্যাম্বুবাগী ও সংকল্পে উৎসাহদাতা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এল্ এন্ বসু মহোদয় ও আমাদের অন্ততম সহকারী সভাপতি, পচেটগড়ের জমিদার সঙ্গীতাচার্য্য চৌধুরী বাববেঙ্গনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ মহোদয় পরিষৎ মন্দির নির্মাণকরমে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ-সদস্য—৭৪, অতিভাবক-সদস্য—২, অধ্যাপক-সদস্য—৪, মোট ৮০ জন সদস্য ছিলেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, গত বর্ষ হইতে এ বৎসরও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কর্মকর্তৃগণ ও কার্যনির্বাহক সমিতি।

সভাপতি,—রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রব্রাজ বাহাদুর,

সহঃ সভাপতি

- ১। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল
- ২। চৌধুরী শ্রীযুক্ত বাববেঙ্গনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ

সম্পাদক,—শ্রীযুক্ত দ্বিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল

সহঃ সম্পাদক,—	{	১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস
		২। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু
প্রত্নাধ্যক্ষ,	{	১। শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় গুপ্ত
		২। শ্রীযুক্ত শ্রীধরনাথ চক্রবর্তী
		শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
হিসাব-পরীক্ষকগণ,—	{	১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন
		২। শ্রীযুক্ত মনমথনাথ দাসগুপ্ত

উক্ত দশ জন কৰ্মকর্তা ও শ্রীযুক্ত দেবকিশোর আচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে মহাশয়গণকে লইয়া আমাদের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

পরিষৎ মন্দির

গত বর্ষে আমরা দাননাথ নাড়াজোলাধিপতির ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে আমাদের অল্পতম অভিভাবক সমস্ত শ্রীযুক্ত প্যারিনোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন এবং বাবতীয় কার্য পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার এই বদান্ধতার আমরা তাঁহার নিকট চিরজ্ঞানী।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন বাতীত সর্বসমেত ৬০টি অধিবেশন হয়, তন্মধ্যে মাসিক—৭, সাপ্তাহিক—৩২, বিশেষ—৭, অভ্যর্থনা-সমিতি—৩, প্রবন্ধ নির্বাচন সমিতি—৪। মূল পরিষদের নিয়মাবলীসারে অত্র্য বেলী হলে শাখা-পরিষদের মাসিক অধিবেশন হইয়া থাকে, এই গ্রন্থে আমাদের ভূতপূর্ব স্রবোগা ম্যাজিষ্টেট মিঃ ডব্লিউ বি, টম্‌সন্ এবং বর্তমান ম্যাজিষ্টেট মিঃ ডব্লিউ এ মার মহোদয়গণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। মিঃ টম্‌সন্ বাহাদুরের প্রণীত এবং তাঁহার সভাপতিত্বে বেলী হলে প্রধান মাসিক অধিবেশনের ব্যবস্থা হয় এবং মিঃ মার বাহাদুরের অহুমতিক্রমে আমরা অভাববি মাসিক অধিবেশনের অল্প বেলী হল ব্যবহারের অধিকার পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে ৭টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১টি ৮ জৈশ্বরচন্দ্র বিভাগায়র, ১টি ৮সারদাচরণ মিত্রের ও ১টি ৮অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্থিতি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ১০৭ প্রবন্ধ পাঠ, সংরক্ষণ ও প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্প বৃদ্ধি হইলেও শুক্রে গত বর্ষ অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি এল মহাশয়ের 'ইতিহাস-চর্চা' ও

“সাহিত্যে অধিকার”, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পরিবর্তে সংগৃহীত ৬ খানি পুথির পরিচয়, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সিংহ বি এল মহাশয়ের “গীতাভাব”, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত এম এ মহাশয়ের “মেদিনীপুর্বে জাতি ও উপাধি” এবং “সাঁওতালি ভাষার উপর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব”, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনীলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আই, এম, এম মহাশয়ের “প্রাণী বা আমিষ খাদ্যের অর্থকারিতা”, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল মহাশয়ের “জাতীয়-সাহিত্য” ইত্যাদি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। গঠিত প্রবন্ধের মধ্যে কবিতার ভাগট অধিক।

অস্ত্রান্ত জেলার সহস্রদয় ব্যক্তিগণ, গ্রন্থকার ও পুস্তক-প্রকাশকগণের কৃপায় শাখার পাঠাগার ও পুস্তকাগার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। আলোচ্য বর্ষে আমাদের পুস্তকাবলীর ও পাঠের নিমিত্ত পাঠাগারে রক্ষিত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাবিধ সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সর্বসমেত শ্রেণীভেদে ৫১৬খানি পুস্তক শাখায় রক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আমরা ১৭ খানি যুগ্মক নিম্নোক্ত সহস্রদয় ও অস্ত্রান্ত গ্রন্থকার ও প্রকাশক-গণের নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। মিঃ বি, এল, লাসমল, ২। ডাক্তার বোম্বচন্দ্র বসু ৩। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী, ৪। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মণ্ডল, ৬। সন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠাগারে নানাবিধ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি সর্বদা পাঠের জন্য রক্ষিত হয়। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত পারীমোহন বোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়, মেদিনী-বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত তরিশচন্দ্র গিরি ইত্যাদি মহাশয়গণ পত্রিকাদি দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বর্তমান সর্ষ আমাদের শাখা-পরিষদের প্রাণস্বকপ মহাত্মা গোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি তৈল-চিত্র সম্পাদক কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ পাইন মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে তৈলচিত্রখানি বাঁধাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্ত শাখা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। মেদিনী-পুর একটা অতি পুরাতন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। মেদিনীপুরের কৃতি সন্তানগণের জীবনী সংগ্রহ, লুপ্তপ্রায় হস্ত-লিখিত পুথি সংগ্রহ, উদ্ধার এবং প্রচার ইত্যাদি কার্যের জন্য কয়েকজন সদস্য লইয়া একটা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সমিতি আলোচ্য বর্ষে ৩১খানি হস্ত-লিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১১খানির পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। পরিষদের অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় ও শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের চেষ্টায় ৬খানি সম্পাদিত হইয়াছে। পুথির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ বিদ্যাস মহাশয়গণ পুথির স্বত্ব পরিত্যাগ করার পরিবর্তে তাঁহাদিগের নিকট চিত্রকণী। পুথির উদ্ধার ব্যতীত এ বার নিম্নলিখিত সমস্ত লুপ্তপ্রায়গণকে তাঁহাদের স্মৃতি অমুসারে মেদিনীপুরের ভিন্ন ভিন্ন থানার অন্তর্গত গ্রাম-পল্লভের ঐতিহাসিক তথ্য আদি সংগ্রহের ভার দেওয়া হইয়াছে।

১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মিত্র বি এ, ২। শ্রীভাগবতচন্দ্র দাস বি এল, ৩। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস, ৪। শ্রীচাক্র দীন, ৫। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ৬। শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু বি এল, ৭। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ৮। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৯। শ্রীধরনাথ চক্রবর্তী।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মাসিক টাঁকা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্বমমেত ১৫৫১/১০। টাকা আদায় হইয়াছে। পুস্তকাদি ক্রয় এবং বাধাই, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রাদি ক্রয় এবং অন্যান্য কার্যে ১০৯০/১ টাকা ব্যয় হইয়া ৪৬০/৭১০ তরফিলে মজুত আছে। পরিষদের বার্ষিক উৎসবের ব্যয় সদস্যগণের ও সাধারণের নিকট বিশেষ টাঁকা তুলিয়া নির্বাহিত হয়। এই অর্থের সহিত পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারের কোন সম্পর্ক নাই। দ্বাংারা আমাদের এই মহৎ কার্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোকপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে শাখার অন্ততম অভিভাবক, গালগড়ের ঈমিদার, দানবীর, সংকর্ষে উৎসাহ দাতা সতীশনারায়ণ সাক্ষর রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

সম্পাদক।

মেদিনীপুর শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে আমাদের সর্কাপেক্ষা শোকাবহ ও শ্রবণীয় ঘটনা—আমাদের স্থায়ী সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ মহাশয়ের ও অভিভাবক সদস্য কালীপদ হাজরা মহাশয়ের পরলোকগমন। এতদ্ব্যতীত পূর্ণচন্দ্র জ্ঞানী এবং সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ও পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ণবাবু সঙ্গীতাদি আলাপদ্বারা এবং সুরেন্দ্রবাবু শাখার অল্পজ্ঞানাদিতে কবিতাদি রচনা দ্বারা শাখার বিশেষ সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের পরলোকগমনে গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ২০শে ভাদ্র, ২২শে কার্তিক ও ৮ই শ্রাবণ তারিখে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানপূর্বক শোক প্রকাশ করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত বার্ষিক উৎসবের কথা।

পরিষদের সাপ্তাহিক ও মাসিক বাতীত প্রতিবৎসরই বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা ও মেদিনীপুরের মধ্যস্থল হইতে অনেক প্রথিতনামা সাহিত্যরসী আগমন করেন। গত বর্ষে বিজ্ঞানার্চায়া স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি :এচ্ ডি, ডি এন্স সি, সি আই ই মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং শাখা-পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি, চিচ্চিগড়ের রাজা, বিভোৎসাহী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দ্বন্দ্ব দত্ত বি এ মহোদয় অধ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে অধ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে আরও দুইটি

বিশেষ কথা এই যে, এ বিষয়ে জেলায় রাজপুরুষগণের উৎসাহ ও সহায়ত্ব লাভে শাখা বিশেষ উপকৃত হইয়াছে এবং নাড়াঝাড়াদিগণিত রাজা নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর আজ কয়েক বৎসর কলিকাতা হইতে আগত সাহিত্যিকগণের ও সভাপতি মহাশয়ের আতিথেয়তার ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা

(১) আলোচ্য বর্ষে প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা, আমরা এ বৎসরও পূর্ববৎসরের জায় আর একখানি বিভাগীয় মহাশয়ের হস্ত-লিখিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; এখানি বিভাগীয় মহাশয়ের পুত্র গণিত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বিভাগীয়-স্বত্বসভার গৌরব বর্দ্ধনার্থ পরিশ্রমে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তৎকৃত পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

(২) প্রধান অভিভাবক সদস্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পরিষদের সংগৃহীত পুথির মধ্যে প্রকাশযোগ্য একখানি পুথি প্রকাশের ব্যয়ভার গহণ করিতে বীকৃত হইয়াছেন।

(৩) বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, অক্লান্তকর্মী স্বর্গীয় বোমকেশ মুন্সকী মহাশয়ের বক্তৃতা ও চেষ্টায় মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজ নামক সভাটি মূল পরিষদের শাখারূপে পরিগণিত হইয়াছে। শাখায় সেই মুন্সকী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূল-পরিষদে গত ৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠাকালে একটি বিরাট সভা হয়। শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে মৃত মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ অত্যন্ত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(৪) এ বার পিঙ্গলা হইতে কতিপয় প্রাচীন বুদ্ধি স্তম্ভ পাইয়া গিয়াছে। পিঙ্গলা কুলের সম্মুখ পুষ্করিণীর পঙ্কোচ্ছারকালে এই স্তম্ভগুলি আবিস্কৃত হইয়াছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয় অমূল্যপূর্বক স্তম্ভগুলি এত সভায় প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ বাধিত করিয়াছেন।

(৫) শাখার অল্পতম সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এম এ মহাশয় স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ মহাশয়ের স্মৃতি উদ্দেশে আমাদের শাখা-পরিষদের ছাত্র সভাগণের মধ্যে সন্ধ্যাকৃত্ত প্রবন্ধ-রচয়িতাকে “প্রহরাজ রোপ্যপদক” প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞিত হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে শাখার সাধারণ সদস্য—৯৬, অভিভাবক সদস্য—১০, অধ্যাপক সদস্য—৬, স্রীটি ১১২।

কর্মকর্তৃগণ ও কার্যানির্বাহক-সমিতি

সভাপতি:	৮ কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহণাজ বাহাদুর
সহকারী সভাপতি	{ শ্রীযুক্ত মনোবিনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল রাজা শ্রীযুক্ত অগদীশচন্দ্র খলদৈব বি এ
সম্পাদক—	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল
সহকারী সম্পাদক	{ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে, শ্রীযুক্ত নৈলজ্ঞানন্দ সেন
গ্রন্থাগার	{ শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় শ্রীযুক্ত চন্দ্র কাব্যতীর্থ

কাব্যতীর্থ মহাশয় কিছু দিন অবসর গ্রহণ করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় উক্ত কার্য করেন।

হিসাব-পরীক্ষক	{ শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর সাত্তাল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু
---------------	--

উপরোক্ত ১১ জন কর্মকর্তা ও শ্রীযুক্ত দেবকিশোর পাচাৰ্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত শ্রীধরনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণকে লইয়া আমাদের কার্যানির্বাহক-সমিতি। ইহাদের মধ্যে সভাপতির কথা পূর্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহার অভাবে আমাদের সুযোগ্য সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোবিনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির বাবতীর কার্য পরিচালনা করিতেছেন।

পরিষৎ মন্দির

অতীত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের স্থায়ী মন্দির নির্মাণকরে শাখার কোন আশাই এ পর্যন্ত ফলবতী হয় নাই—ভিক্ষা-তাণ্ড তেমনই শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; স্থানের আশা বাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও কার্যে পরিণত হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষেও অল্পতম আভিভাবক সদস্য শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা তাঁহারই বাটতে পরিষদের বাবতীর কার্য নিৰ্বাহিত হইতেছে। তাঁহার নিকট শাখা এ অল্প বিশেষ কৃতজ্ঞ ও ধন্য।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে মাসিক—৬, সাপ্তাহিক—৩২, বিশেষ—১০, কার্যানির্বাহক সমিতি—৫, অভিযোজনা সমিতি—৩, প্রবন্ধ-নির্বাচন সমিতি—১৩, নাট্যসমিতি—৪, মোট ৮০টি অধিবেশন হয়।

সাপ্তাহিক অধিবেশনের কার্য পরিবর্তনগ্ৰেই সম্পন্ন হয়। স্থানীয় বেলী হলে মাসিক অধিবেশন হইয়া থাকে। বেলী হলের কর্তৃপক্ষগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রবন্ধ পাঠ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সিংহ বি এল মহাশয়ের গীতাভাষ (শেবাংশ) শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি এল মহাশয়ের “আর্য্য সভাতার যুগান্তক্রমিক ইতিহাস” (সত্যযুগ), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের “জাতীয় জীবনে ধর্মের স্থান,” “সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্পর্ক,” শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল মহাশয়ের “জাতীয় সাহিত্য,” শ্রীযুক্ত কুবনেন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের “বাক্যবিবৃতি ও অতিবা নির্ণয়” ও হোলজি সমিতিস্থানি আহম্মদ সাহেবের “হিন্দু-মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য” শীর্ষক প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া অনেক কাবিতাও পঠিত হইয়াছে।

পুস্তকাগার ও পাঠাগার

শাখার পুস্তকাগার ও পাঠাগার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেণেব ও অন্যান্য জেলার সজ্জন ব্যক্তিগণ, গ্রন্থকার ও পুস্তকপ্রকাশকগণের কৃপা হইবার প্রাণ। পরিবর্তে তহবিল হইতেও যথাসম্ভব পুস্তক পত্রিকাদি ক্রয় করা হয়। আলোচ্য বর্ষে নানা বিষয়ের পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা ৫৭২।

আলোচ্য বর্ষে ৩২ খানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধানাথ পতি বি এল, মাড়াজেলের রাজা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত জৈরচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ, যোদিনাবাদব ও হিতৈষী সম্পাদকগণ, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র গিরি, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দে বস্তু, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথব রায় এবং শ্রীযুক্ত যশীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত প্রমুখ অনেক মহোদয়গণ আমাদের পুস্তক ও পত্রিকাদি দান করিয়াছেন।

পুথির পরিচর

এ বার মাত্র ৩ খানি উল্লেখযোগ্য পুথি আমরা লাভ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে একখানি বাঙ্গলা, দুইখানি পাণি। বাঙ্গলা পুথিখানি হু প্রসিদ্ধ মহাত্মারতের রচয়িতা কাশ্মীরাম দাসের কনিষ্ঠ গদাধর দাসপ্রণীত “অগস্ত্যমজলের” প্রতিলিপি। অন্ততম সহকারী সম্পাদক মহেন্দ্রবাবু এই অর্ধ পুথিখানির পত্রবিভাগ ও পাঠোদ্ধার করিতেছেন। কাশি দুইখানি “পুথির একখানি কিয়দংশ সেকন্দরনামা অর্থাৎ মহাবীর আলেকজেন্ডারের ইতিহাস এবং বাকি অংশটুকু সম্রাট সাকাহানের সমকালীন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মহম্মদ কালন্দরের ইতিহাস। এই পুথিখানির লেখক বর্ডমান - কেলার, বেহুল্লাহনিসাবী মুন্সি মির মহম্মদ ওয়ালি। প্রতিলিপির তারিখ সন ১২০৫ সাল। অপরটির মধ্যে সম্রাট সাকাহানের কর্তৃপক্ষ পত্র, কাশি ব্যাকরণ এবং ভগবতকিত্তি ও শ্রীতি-

বিষয়ক : কলকাত্তা গণপ্ৰসঙ্গ সমাবেশ দেখা যায়। এই পুথিখানির লিপিকার মুন্সি রামপ্রসাদ মাইতি, লাকিন মহরপুর, থানা নারায়ণ-গড়, প্রতিলিপির তারিখ সন ১২২০ সাল।

অন্ততম সদস্য, বাঙ্গলা সাহিত্যসেবক যোগতি সমিহুদীন আহম্মদ সাহেব এই দুইখানির পাঠোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন।

আলোচ্য বধের তিনখানি পুপি লইয়া আমরা সৰ্ব্বসমেত দেড় শত (১৫০) পুথি সংগ্ৰহে সক্ষম হইয়াছি। ইহাদের মধ্যে ২১ খানি স্বদেশবাসী কবির বচনা প্রকাশ বাহনীয়।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মাসিক টাকা ও প্রবেশিকা হত্যাদি হইতে সৰ্ব্বসমেত ১৭৩১।২১।০ টাকা আদায় হইয়াছে। পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয়, বাধাই ও অস্ত্রাঙ্ক কার্যে ১৩৭।০ টাকা ব্যয় হইয়া ৪১৭।২১।০ টাকা তহবিলে মজুত আছে। বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয়ের সহিত এই তহবিলের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষ চাঁদার দ্বারা এষ্ট উৎসব-কাৰ্য্য নিৰ্বাহিত হয়। এই উপলক্ষ্যে যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী

সম্পাদক।

মৌর্য শাখা-৪র্থ বর্ষ

বিশত ১৬৮ এপ্রেল, ১৯১০ মারাটহু শ্রীশ্রীচুর্নাদেবীর মন্দির-বাটীতে মৌর্য শাখা-পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে “সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তার” বিষয় বুঝাইয়া দেন। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ ৪র্থ বর্ষের ভক্ত কার্য্যনির্বাহক-সভার সদস্য নিৰ্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ

সভাপতি।

” রমেশচন্দ্র দ্বিঅ

” শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

” বিজয়নাথ চক্রবর্তী বি এ

” অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিভাবিনোদ

” রাজকিশোর রায়

” কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ

” নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম এসসি, এল এল বি

” ললিতমোহন রায়

} সহঃ সভাপতি

} সহযোগী সম্পাদক

} সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বুকোপাধ্যায় বি এ

" নরেন্দ্রনাথ বোব বি এ

} সদস্য

আলোচ্য বর্ষে মৌর্য টা শাখা-পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পাঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল,—

প্রথম অধিবেশন, ২১শে এপ্রিল, ১৯১৫।

"আর্য্যজাতির বহুযুক্ত অস্ত্র"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৯শে মে, ১৯১৮।

"সৃষ্টি-প্রকরণ"—লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বসু।

বিশেষ অধিবেশন, ৩রা আগস্ট, ১৯১৯। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তিনি "মহাত্মা কালীন্দ্র বসু" শীর্ষক একটি আলোচনা পাঠ করেন। তিনি এই প্রবন্ধে, মৌর্য টে বাল্যলীলা গোবৎস, স্বর্গীয় কালীন্দ্র বসু মহাশয়ের জীবনের বিবিধ ঘটনা ও তাঁহার সদ্গুণরাজির পরিচয় দেন। তৎপরে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য চিত্র ও স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৃতীয় অধিবেশন, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৮। "প্রাচীন ভারতীয় ভাষা-সমাজে বিন্যাসের উৎপত্তি ও উহার প্রসার"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

৪র্থ অধিবেশন, ৩০শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৯। "প্রাচীন ভারতে জাতিবিভাগের উৎপত্তি ও উহার প্রসার"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

৫ম অধিবেশন, ৩রা মার্চ, ১৯১৯,—২য় অধিবেশন। লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ চক্রবর্তী বি এ।

শ্রীললিতমোহন রায়

সহকারী সম্পাদক।

দ্বিতীয় শাখা—১৩২৫

১৩২৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, রবিবার দ্বিতীয় শাখা-পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন ইতিহাস স্পোর্টস ক্লাব ভাটতে সম্পাদিত হয়। মাননীয় কণিকাধিপতি রাজা নরেন্দ্রনাথ তত্ত্ব দেও বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কার্যকারী সম্পাদক শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ বুকোপাধ্যায় ১৩২২ ও ১৩২৩ সালের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি, কবিতা-পাঠ ও বক্তৃতার পর সর্বসম্মতিক্রমে ১৩২৫ সালের তত্ত্ব নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে মনোনীত হন।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীচরণ দত্ত বি এ। সহঃ সভাপতি—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু বি এ, শ্রীকমলকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বুকোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র দে। সম্পাদক—শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (কার্যকারী), শ্রীমহেন্দ্রনাথ বুকোপাধ্যায় (সহকারী),

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যধন রায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীভোলানাথ দাস, সহঃ ঐ ও গ্রন্থসংরক্ষক—শ্রীতারাপদ বসু, শ্রীহরিশরণ দাস। সদস্যগণের প্রতিনিধি ডাক্তার শ্রীযুক্ত ষড়্গোপাল মিত্র। ইনফ্রুয়েঞ্জা ও অগ্রাঙ্ক কারণে ১৩২৫ সালে পরিষদের কার্য তেমন সুবিধাজনক হয় নাই। প্রায় ৪ মাস পরিষদের কার্য একেবারে বন্ধ ছিল। এই বৎসরে ৩টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। তিনটি অধিবেশনে ৪টি প্রবন্ধ ও ৩টি কবিতা আবৃত্তি হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত ৪ ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের প্রদত্ত প্রবাদের শাখা-পরিষদের পুস্তকাগারে নিম্নলিখিত পুস্তক প্রদানপূর্ব্বক সহদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তজ্জন্ত শাখা-পরিষদের সভ্যগণ তাঁহাদিগের নিকট চিরঞ্চী ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া নিবাসী)—ডাল

- গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—আত্মদেবতা
- নেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—ভক্তিরত্নসার
- হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—জন্মান্তর-দম্পতী

এই বৎসর আমাদের সভ্য ও শাখা-পরিষদের মেরুদণ্ডস্বরূপ নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরলোক গমন করিয়াছেন,—৮/৪২২২২২২ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮/৪২২২২২২ ঘোষ, ৮/আওতোব মুখোপাধ্যায়, ৮/নারায়ণচন্দ্র বসু, ৮/আবদুল মান্নান। ৮/আবদুল মান্নান মহাশয়, শাখা-পরিষদের কৃতপূর্ব্ব সহঃ কোষাধ্যক্ষ ও গ্রন্থসংরক্ষক-পদে তিন বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পরিষৎ (শাখা) উপস্থিত শ্রীযুক্ত চুনীলাল দাস মহাশয়ের বাহিরের ঘরে অবস্থিত। তিনি আজ ৪ বৎসর কাল আমাদের পরিষদের পুস্তকাগারটির স্থান তাঁহার বাহিরের ঘরে রাখিতে দিয়া সহদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

১৩২৫ সাল হইতে মাসিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিক পত্রিকার পুস্তকাগারের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—ভারতবর্ষ, মানসী, উৎসব, অর্জুন, মাধুরী, হিতবাদী। এই বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ সভ্যগণের নিকট হইতে ১৭৫ টাকা আদায় হইয়াছে। ১৩০ টাকা পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা আছে।

১১২ টাকার পুস্তক ক্রয়, ৩০ টাকার পুস্তক বীধান, ২০০ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের বাৎসরিক মূল্য, ১২০ টাকা কাগজ কলম প্রভৃতিতে খরচ হইয়াছে।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্য্যকারী সম্পাদক।

নদীয়া শাখা - ১৩২৫

বর্তমান বর্ষের ২৬শে কার্তিক এই শাখা-পরিষদের বাৎসরিক সম্মিলন মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক সাহিত্য বন্ধু এই উৎসবে যোগদান করিয়া আশাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এই বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন এবং পাঁচটি কার্যকরী সমিতির অধিবেশন এবং দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পৃষ্ঠপোষক মিঃ এম্, সি, মুখার্জি আই সি এম, নদীয়ার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট। সভাপতি নবদ্বীপাদিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত দ্বৈতীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর। সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বিপ্লব রায় বাহাদুর, বিজ্ঞাবিনোদ, এম্ বি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি এ, বিজ্ঞাবিনোদ। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন, বি এ। সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্যাবীলাস তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার সরকার বি এ, শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি ই। ধন্যধাক্ষ অমীনার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুস্তকাদ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি এ। চিত্রকামী সদন্ত—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্নাল বাহাদুর, বি এ, এম বি, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তরত্ন, এম এ, মৌলবী আজিজুল হক বি এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিজ্ঞাবিনোদ।

আলোচ্য বর্ষে দুই শত ব্যক্তি সাধারণ সভা শ্রৌণীভুক্ত হইয়াছেন। এ বৎসর আমরা অনেক ছাত্রসভা লাভ করিতে পারিয়াছি।

বর্তমান বর্ষের আলোচ্য বিষয়—১৫ই বৈশাখ, ১ম মাসিক আধাবর্ষের কার্য হয়। প্রবন্ধ-পাঠ—“নব বর্ষের আবাহন,” লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্যাবীলাস তর্করত্ন। “ভাবাবিজ্ঞান ও আবেশতা,” লেখক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ। অন্তর্ভুক্ত ৩ বহির্ভুক্তগণে ভগবদ্ভক্তি-লোচনা—শ্রীযুক্ত সত্যীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ।

১লা জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হয়। প্রবন্ধ-পাঠ—“বৈষ্ণব দর্শন,” শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী। “উন্নতি ও পতন,” শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন, বি এ। বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত বিজুচরণ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, বিশেষ অধিবেশন। “দাক্ষর্যের কলঙ্ক তরল,” লেখক—শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্নাল বাহাদুর।

২৬শে আষাঢ়, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, প্রবন্ধ—“চার্লস সিট,” লেখক—শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ। “কামরূপি রায়ের সমালোচনা,” রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্নাল বাহাদুর। ১৩ই ভাদ্র, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—“জাভানিক বাজাল সাহিত্য,” লেখক—

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। “নদীয়াতে পাঁচ-রাজাদেব কীর্তি,” লেখক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ।

১২ই আশ্বিন, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, “বিবাহে পণপ্রথা,” লেখক—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন। “শ্রীমদাম” শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় বি এল। ৩রা পৌষ সপ্তম ও অষ্টম মাসিক অধিবেশন হয়। সপ্তম অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়—‘কবিতা’ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। “মানবতা” শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সিংহ রায়। অষ্টম অধিবেশনে—“মধুসূদনের চতুর্দশদশী ও অজ্ঞাত কবিতা সমালোচনা” রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর। ‘গত বর্ষের হিসাব প্রদর্শন’ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন।

১৭ই মাঘ, দশম মাসিক অধিবেশন হয়। আলোচ্য বিষয়—“সান্ত্ব ও অনন্ত,” লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নন্দিনীকান্ত ব্রহ্ম এম্ এ। “প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন,” লেখক—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ।

১লা চৈত্র, একাদশ মাসিক অধিবেশন। পবন পাঠ—“সাহিত্য ও সমালোচনা,” লেখক শ্রীযুক্ত বামপদ মজুমদার এম এ।

৮ই চৈত্র, দ্বাদশ মাসিক অধিবেশন। “সাহিত্য ও সমালোচনার অবশিষ্টাংশ,” অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বামপদ মজুমদার এম এ। বক্তৃতা—৩৬ গুণনাথ বিজ্ঞাভিনোদ—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত হনুভূষণ চক্রবর্তী এম এ।

নদীয়া সাহিত্য-পরিষদের একটি বাৎসরিক সম্মিলন ২৬শে কার্তিক নিম্নলিখিত হয়। ভারত সম্রাটের বিজয়বার্তা ঘোষণা ও আনন্দপ্রকাশ করার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিজ্ঞাভূষণ এম এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নদীয়ার প্রাচীন কাহিনী ও সাধাবণ বঙ্গ-সাহিত্যে উন্নতি সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন গত পাঁচ বৎসরের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ছায়রায় আশীর্ষচন পাঠ করেন। শান্তিপুর-নিবাসী মোলবী মোজাম্মেল হক একটি কবিতা পাঠ করেন। নিম্নলিখিত তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। “ভাবাবিজ্ঞান আলোচনার আবশ্যিকতা,” লেখক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি, আর, এস,। “বঙ্গসাহিত্যে দীনবন্ধু,” লেখক—শ্রীযুক্ত জরেশচন্দ্র দত্ত বি এস সি। “বঙ্গসাহিত্যে নদীয়ার দান,” লেখক—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ। অনন্তর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় “বাংলা সাহিত্যের বানান ও ভাবা” বিষয়ে একটি সরল বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন ওম বি ই এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল ভায়

মহাশয়র এই উপলক্ষে সঙ্গীতালপ করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শাখাপার-বদের উন্নতির জন্য অনেক গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন আলোচ্য বর্ষে আর ৮৮৥/১০, খরচ—৪১৥৬/১০, মুক্ত ৪৬৬০/০।

শ্রী বহারীলাল তর্করত্ন

সহকারী সম্পাদক।

উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও পরিষত সম্মিলন—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে শাখা পরিষৎ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। শাখা সাহিত্য-পরিষদের কার্যক্ষেত্র বাহ্যতে সমস্ত হুগলী জেলায় 'গুরুত্ব' এবং ইহার বিভিন্ন স্থানে সদস্য সংগৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। হুগলী জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ এবং উপকরণ সংগ্রহের জন্য শাখা-পরিষদের আনুসঙ্গিকরূপে একটি অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির কয়েকজন সদস্য হুগলী, বাম্বেল, ত্রিবেণী, নদীসবাহ, বংশবাটি, সপ্তগ্রাম, মাগরা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া আনিয়াছেন।

“উত্তরপাড়ার অতীত ও বর্তমান” সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণী সংগ্রহের জন্য সদস্য শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ দোষ মহাশয়ের প্রতিক্রমিত মনো-কর্মিনী” স্ববর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ১লা চৈত্র ১৩.৫ তারিখে চারিটি রচনা পাঠ হওয়া গিয়াছে—উহাদের পরীক্ষা-কল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বর্তমানে ইহার সদস্যসংখ্যা ৫১ জন। উত্তরপাড়ার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রিত স্থানগুলিতে ইহার সদস্য গৃহীত হইয়াছে। শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলী, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী, ইটাখোলা, শিমলাগড়, কৈকালী, আরামবাগ, কলিকাতা, বাগি তেজপুর এবং বাঁশড়া।

পরিষদের আন্তরিক কার্য পরিচালন জন্য কোন বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত হয় নাই। নিয়ন্ত্রিত সদস্যগণ ইহার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ও কর্মচারী ছিলেন,—

- ১। শ্রীযুক্ত হরিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), ২। শ্রীস্বোভকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, (সহকারী সভাপতি) ৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), ৪। শ্রীযুক্ত শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, সারস্বত সম্মিলন), ৫। শ্রীযুক্ত আততোষ দত্ত বি-এসস, ৬। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭। শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, ৮। শ্রীভ্রামাচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এ (পৌষ মাস পর্যন্ত), পরে শ্রীঅনাথনাথ দাস চৌধুরী, ৯। শ্রীললিতমোহন দাস চৌধুরী এবং ১০। শ্রীজয়রাম বসু বি-এল, কাব্যতোষ।

দ্বিতীয় বর্ষে পরিষদের সর্বসমেত ২১টি অধিবেশন হইয়াছিল, ইহার মধ্যে কার্যনির্বাহক-সমিতির ১৪টি, সদস্যগণের ১টি, সাধারণ অধিবেশন ৫টি ও বিশেষ অধিবেশন ১টি। জন-সাধারণের সাধারণ অধিবেশনগুলিতে আশানুরূপ উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া

উহার অমুঠান-সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষ ও সাধারণ অধিবেশনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্ন প্রদত্ত হইল।

প্রথম অধিবেশন, ১লা বৈশাখ। “নব দর্শ” (কবিতা) শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি-এল, কাব্য-তীর্ণ। প্রবন্ধ “আধুনিক চিকিৎসক,” লেখক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন শাস্ত্রী। “হীরক,” লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস সি।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ৫ই জ্যৈষ্ঠ। প্রবন্ধ “সুবর্ণ ও প্রাচীনাম” - শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস সি। “সুখাম্বীর পটালয়” - শ্রীযুক্ত করিহর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র-স্মৃতিসভা - ৫ই জ্যৈষ্ঠ। “বঙ্কিমচন্দ্র,” লেখক - শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, “বঙ্কিম স্মৃতি,” শ্রীযুক্ত শঙ্কুচন্দ্র দত্ত চৌধুরী।

তৃতীয় অধিবেশন - সারস্বত সন্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন, ৮ই ভাদ্র। “আবাহন” (কবিতা) - শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি-এল, কাব্যতীর্ণ। সারস্বত-সন্মিলন ও ইহার বিভিন্ন বিভাগের নবম বার্ষিক কার্যবিবরণী এবং আয়ব্যয়ের তালিকা (১৯১৭-১৮)। “হুগলী ঐতিহাসিক অমুসন্ধান সমিতি” স্থাপনের প্রস্তাব - সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত।

বিশেষ অধিবেশন [চুঁচুড়া ট্রেনিং একাডেমি গৃহ] “হুগলী ঐতিহাসিক অমুসন্ধান” সমিতির অন্তর্ধানপত্র ও প্রাথমিক কার্যবিবরণী সম্পাদক কর্তৃক পঠিত।

চতুর্থ অধিবেশন [গঙ্গাতীরস্থ রাজপ্রাসাদ, উত্তরপাড়া], ৪ঠা ফাল্গুন। “হরপাল” - শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ। “ঐতিহাসিক সংকীর্ণ” - শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এ।

এই অধিবেশনে ২৭টি প্রাচীন ও বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা (রৌপ্য, তাম্র ও পিত্তল), কারুকার্য-খচিত ও মুর্ত্তিবিশিষ্ট খোদিত দ্রব্য, সারস্বত-সন্মিলন পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হুগলী জেলার গ্রন্থাগারের পুস্তক ও বক্তৃতাগুলি ঐতিহাসিক চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং ঐতিহাসিক অমুসন্ধান সমিতির সৃষ্টিত অমুঠানপত্র প্রচার।

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত সন্মিলন পুস্তকালয়ে গত ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত সংগৃহীত পুস্তকের মোট সংখ্যা ১২২০। ইহার মধ্যে বাংলা ২৫৮ ও ইংরাজী ২৩৫ খানি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অমুগ্রহ করিয়া পুস্তকালয়ে পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছেন, -
সম্পাদক বর্জমান শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ, সম্পাদক রতনপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ, সম্পাদক - বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ (কৈকালী), শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ বার চৌধুরী (শিবলাগড়), শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল (চুঁচুড়া), শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস সি, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।

নিম্নলিখিত সভার সম্পাদকগণ তাঁহাদের সভার কার্যবিবরণী প্রচারের জন্য ধন্যবাদ-

ভাঙ্গন হইরাছেন,—চন্দন-নগর পুস্তকাগার, চুঁচুড়া ক্রেপুন্স ভিবেটিং ক্লাব, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ও বলদবাহু হরিদত্তা এবং অনাথ আশ্রম।

নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি পুস্তকালয়ের জন্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—(১) ভারতবর্ষ, (২) মানসী ও মন্দ্ববাণী, (৩) প্রবাসী, (৪) ব্রহ্মবিজ্ঞা, (৫) সবুজপত্র, (৬) অর্জুনা, (৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র “সত্য সমাচার” বিনামূল্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং “চুঁচুড়া বার্তাবহু”-সম্পাদক মহাশয় বৎসরের শেষভাগ হইতে অল্পগ্রহ করিয়া পত্রখানি প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ ভরবিলের মোট আয় ১৮২।১৫ টাকা ও ব্যয় ১৭৮৬০।১৫ টাকা নাদে ৩৫৬ টাকা উদ্ধৃত আছে। বর্ষশেষ চইতে পোষ্ট অফিসে ব্যাকের হিসাব খোলা হইয়াছে ও উহাতে ৪৭ টাকা গচ্ছিত আছে। পরিষদের নিজস্ব গৃহ না থাকাতে বাড়িভাড়া হিসাবে মাসিক ৭৭ টাকা ও ত্রৈমাসিক টাকায় ২৬০ টাকা প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

(আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থে আহূত)

স্থান—কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল

সময়—১৮ই শ্রাবণ ১৩২৬, ওরা আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

এই বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সেই জন্ত এ স্থানে পুনরায় আর উহা মুদ্রিত হইল না।

ভ্রম-সংশোধন।—উক্ত কার্য্যবিবরণের মধ্যে যে চাঁদাদাতৃগণের নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত নামটি ভুলক্রমে ছাড় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত —২৫।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সহঃ সম্পাদক।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৯শে কাতিক ১৩২৬, ১৪ই নবেম্বর ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ন ৫।০টা

(৮ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থে আহূত)

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্বর্ধাকুমার রায়, শ্রীযুক্ত দেবভীমোহন সেন, শ্রীযুক্ত মন্বন্ধানাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বৈ, শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বসন্ত-রঞ্জন রায় বিশ্বব্রহ্মভূষণ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গণ।

শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞাত্বষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ।—সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি, প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অষ্ট এই বিশেষ অধিবেশন ৫।০ টায় হইবার কথা। কিন্তু অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও এই দুর্যোগবশতঃ আধিতে পারেন নাই। এত অল্পসংখ্যক লোক লইয়া এই সভা করা উচিত কি না, এই সম্বন্ধে সভাস্থ সকলের মত চাহিলে, সকলে বলিলেন—অন্তকার শোকসভা স্থগিত রাখিয়া, আগামী ৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, অপরাহ্ন ৫টার সময় এই অধিবেশন পুনরায় আহ্বান করা হউক। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

রা অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ১৯শে নবেম্বর ১৯১৯, বুধবার, অপরাহ্ন ৪০০ টা

আহারতত্ত্ব বক্তৃতাশালার অন্তর্গত 'পরিপাক-তত্ত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা

বক্তা—শ্রী শ্রী চণীলাল বসু বাহাদুর

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)। শ্রীযুক্ত চণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস এম এ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম, এন, পি, এস, শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত বিদ্যাস কবিরাজ শ্রী যুক্ত মনোরঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন শ্রী বিধবল্লভ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদ-বিহারী বসু শ্রী সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বঙ্কনৌ-কান্ত বিজ্ঞাবিনোদ, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত পানিলাল মল্লিক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, মৌলবী গোলাম হোসেন, মৌলবী আবদুল মজিদ, মৌলবী কবিম রহমান, শ্রীযুক্ত নিহারনচন্দ্র শ্রী, শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত শ্রীমাদ্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীম-কান্ত চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভৌগিক, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত চরিত্রনন্দ দত্ত শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দাস, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত চাক্রপদ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত প্রভাতকান্ত ঘোষাল, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রসাদেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শান্তি-কুমার বসু, শ্রীযুক্ত রাধারঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত শ্রীমলাল দে, শ্রীযুক্ত সুমিত্রানন্দ বৈরাগী, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দাস শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঘোষ শ্রীযুক্ত অধীনীকুমার পাল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস রায়, শ্রীযুক্ত অমৃত ঘোষ, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত রামদেব সিংহ, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সত্যজীবন যথোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দে, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রম্যপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত দাশিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল, শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ, মি: এস, দত্ত চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানচরণ, ডা: শ্রীযুক্ত আশু, ল গহ্বর সিদ্ধিকী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতাশালার অন্তর্গত বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত চণীলাল বসু বাহাদুর মহাশয়ের আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বহু বাহাদুরকে তাঁহার আহারতত্ত্ব সম্পর্কীয় পরিপাক-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তৎপরে বক্তা তাঁহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বলিলেন—

আমাদের পরিপাক-যন্ত্রের গঠন ও পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। আমাদের খাওয়ার মতো যে সকল ভিন্নজাতীয় খাদ্য পদার্থ আছে, পরিপাক-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন প্রণালীতে তাহাদের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

আমাদের প্রধান পরিপাক যন্ত্রের আকার একটি হৃদয, নানা পাকে জড়িত নলের দ্বারা। পরপৃষ্ঠায় ইহার একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। এই নলের কোন অংশ প্রশস্ত, কোন অংশ বা নিত্যস্থায়ী এবং ইহা দুইটি মুখ আছে। আমাদের সুখগহ্বর ইহার প্রবেশদ্বার এবং মলদ্বার ইহার নির্গম-পথ। পেশোক্ত পথ দ্বারা খাওয়ার অসার অংশ মলরূপে বর্জিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বক্ৰ (Liver) এবং ক্রোম (Pancreas) নামক অপর দুইটি যন্ত্র উদর-গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া পরিপাককার্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

সুখগহ্বরের মধ্যে দন্ত, জিহ্বা এবং লালানিঃসারক গুণ্ডগুলি (Salivary glands) দ্বারা খাওয়ার পরিপাকক্রিয়া আরম্ভ হয়। খাদ্য উত্তমরূপে চর্বিত হইয়া হৃদ্রাশে বিভক্ত না হইলে আরক রস উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে জীর্ণ করিতে পারে না। এ জন্য খাদ্য দ্বীরে দ্বীরে উত্তমরূপে চর্বণ করিয়া পদার্থঃকরণ করিলে পরিপাকের বিশেষ সুবিধা হয়।

জিহ্বার দ্বারা মুখস্থিত খাদ্য দস্তুর নিকট সর্বদা পরিচালিত হয় এবং মুখের মধ্যে যে তিনটি প্রধান লালাগুণ আছে, তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ লালা (Saliva) নিঃসৃত হইয়া খাওয়ার খেতসার (Starch) অংশের পরিপাক সাধন করে। লালার মধ্যে টায়ালিন (Ptyalin) নামক এক প্রকার ক্রিয় পদার্থ (Ferment) আছে; ইহার সংযোগে মুখের মধ্যে খেতসার জাতীয় পদার্থ (Starch) প্রথমতঃ ডেক্‌ট্রিন (Dextrin) এবং পরে গ্রাপিশর্করার (Grape sugar) পরিণত হয়। খেতসার গ্রাপিশর্করার পরিণত না হইলে উহার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং আমাদের দেহের ব্যবহারে লাগে না। এ দেশের লোকের খাওয়ার মধ্যে খেতসারজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে, সুতরাং তাড়াতাড়ি খাইলে এই জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের ব্যাঘাত হয় এবং এই কারণে অনেক স্থলে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়।

খাদ্যভেদে পরিপাক-প্রণালীর প্রভেদ হইয়া থাকে এবং একটি পরিপাক-প্রণালী অপরটির সহায়তা করে। মুখের মধ্যে খেতসার আংশিকভাবে জীর্ণ হইয়া ডেক্‌ট্রিন নামক যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের উপস্থিত হইলে উহার সাহায্যে আমাদের মধ্যে অধিক পরিমাণ আরক রস (Gastric juice) নিঃসৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে ডেক্‌ট্রিন আমাদের হিত আরক রস নিঃসরণের উত্তেজকের কার্য করে। সুতরাং দ্বীরে দ্বীরে চর্বণ করিয়া মুখের মধ্যে পরিপাককার্য বাহাতে সূচকরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

খাদ্যদ্রব্য এইরূপে চর্বিতে, জালায় সহিত মিশ্রিত এবং আংশিকভাবে পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া মুখগহ্বরের পশ্চাডাঙ্গে অবস্থিত একটি অপ্রশস্ত নলের মধ্য প্রবেশ করে। পরিপাক-নলের এই অপ্রশস্ত অংশের নাম অন্ননালী (Esophagus)। অন্ন নালীর পুনোভাগে



- (১) অন্ন-নালী, (২) আমাশয়, (৩) পিত্তকোষ ও তাহার নালী; (৪), কোষ্ঠনালী
(৫) ডিওডিউম্, (৬) কৃষ্ণ অংশের অপর কৃষ্ণ অংশ, (৭ ও ৮) বৃহৎকায়; (৯) মলমারী।

শ্বাস-নালী (Wind-pipe) অবস্থিত ; ইহার মধ্য দিয়া শ্বাসবায়ু আমাদের বক্ষাগহ্বরস্থিত কুস্কুস্ (Lungs) নামক যন্ত্রে প্রবেশ করে। সুতরাং খাদ্যকে শ্বাস-নালীর ছিদ্র পার হইয়া অন্ন-নালীতে প্রবেশ করিতে হয়। গলাধঃকরণের সময়ে যদি কোন প্রকারে খাদ্যের এক কণামাত্র শ্বাস-নালীতে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রবল কাসি উপস্থিত হইয়া বিষম ক্রেশ ভোগ করিতে হয়। চর্চিত কথায় ইহাকে “বিষম লাগা” কহে।

এই বিপদ নিবারণের জন্ত একটি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। শ্বাসনালীর উপরিভাগে বাক্সের ডালার ভায় একখানি ঢাকনা সংযুক্ত থাকে। চর্চিত পিচ্ছিক খাদ্য-পিণ্ড বৃথগহ্বরের পশ্চাৎ-ভাগে (Pharynx) উপস্থিত হইবামাত্র ঢাকনাখানি আপনাপনি নিয়ন্ত্রণ হইয়া শ্বাসনালীর মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেয়, সুতরাং খাদ্যপিণ্ড স্বচ্ছন্দে উহার উপর দিয়া অন্ন নালীতে প্রবেশ করে। তাড়াতাড়ি খাইলে “বিষম” লাগিবার সম্ভাবনা, এ জন্ত তাড়াতাড়ি থাওয়া কোন-মতে উচিত নহে। শিশুরা যখন কাদে, তখন শ্বাসনালীর মুখ উন্মুক্ত থাকে। এ সময়ে শিশুকে জোর করিয়া দুধ থাওয়াইলে অনর্থ ষটিবার সম্ভাবনা।

অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া চর্চিত খাদ্য নিম্নমুখে গমন করে এবং উদরগহ্বরের উৎকর্ষে অবস্থিত একটি নার্তিপ্রশস্ত থলিৰ মধ্যে আগমন করে। এই থলির নাম আশায় (Stomach)। ইহার আকার ভিস্তার মশকেব ভায় এবং উহার অভ্যন্তরপ্রদেশ মোচাকের ভায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে বিভক্ত। এক একটি গহ্বরের মধ্যে বিস্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীর মুখ অম্লবীকণ বন্ধ-সাহায্যে দেবিত্তে পাওয়া যায়। খাদ্য আশায় পৌঁছিলে এক প্রকার জারক রস সেই সকল নালীর মুখ হইতে ক্রমাগত নিঃসৃত হইতে থাকে। আশায়-নিঃসৃত এই জারক রসকে ইংরাজিতে গ্যাস্ট্রিক্ জুস্ (Gastric juice) কহে। এত জীবক রসের সাহায্যে মাছ, মাংস, চিনি, তেল, চানা প্রভৃতি যাবতীয় খাদ্যভবোর মধ্যস্থিত ছানাজাতীয় সার পদার্থ (Proteid) জীর্ণ হইয়া পরিপাক গ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আশায়ের প্রশানতঃ ছানাজাতীয় খাদ্যই পরিপাক গ্রাপ্ত হয়। আশায়ের খাদ্য জীর্ণ হইয়া কদমের আকার ধারণ করে, এই জীর্ণ খাদ্যকে ইংরাজীতে কাইম্ (Chyme) বলে। আশায়ের খাদ্য পরিপাক হইতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

আশায় হইতে জীর্ণ খাদ্য ক্রমশঃ ক্ষুদ্র অস্ত্রে (Small intestine) আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। আশায়ের মধ্যে যতক্ষণ পরিপাক কার্য চলিতে থাকে, ততক্ষণ উহার নিয়ন্ত্রণ (Pylorus) একরূপ দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকে যে, খাদ্যকে কোন মতে ক্ষুদ্র অস্ত্রে প্রবেশ করিতে দেয় না। আশায়ের পরিপাক কার্য শেষ হইলে পর নীচের মুখটি খুলিয়া যায় এবং জীর্ণ খাদ্য অস্ত্রে অস্ত্রে ক্ষুদ্র অস্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে। আশায়ের হইতে যে জারক রস নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে পেপসিন্ (Pepsin) নামক একটি কিম্ব পদার্থ (Ferment) এবং হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড (Hydrochloric acid) নামক একটি অন্ন পদার্থ থাকে। এই দুইটি জারক পদার্থের সাহায্যে ছানাজাতীয় সার পদার্থ জীর্ণ হইয়া পেপটোন (Peptone) নামক পদার্থে পরিণত হয়। ছানাজাতীয় সার-পদার্থ এইরূপে পরিবর্তিত না হইলে উহার পরিপাক সাধিত হয় না। পেপটোন ক্ষুদ্র অস্ত্রে গমন

করিলে তৎস্থানের ভারক রসের সহিত মিলিত হইয়া উহার পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এবং জীর্ণ পেপটোন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে।

আমাশয়ের ভারক রস অন্তরঙ্গসংযুক্ত বলিয়া উহার জীবাণু নাশ করিবার শক্তি আছে। আমাদের খাদ্য দ্রব্যের সহিত রোগোৎপাদক জীবাণু কোন প্রকারে মিশ্রিত হইয়া থাকিলে আমাশয়ে বাইবানীজ তথাকার অন্তরঙ্গ-সংযোগে অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। এষ্ট জন্ত কলেরা রোগের প্রাচুর্য্যবের সময় খাদ্য পেটে থাকি নিষিদ্ধ। কারণ, আমাশয়ে খাদ্য-না থাকিলে তৎস্থানে অন্তরঙ্গ নিঃসৃত হয় না, সুতরাং আমাশয়ে রোগেবজীবাণু নাশ করিবার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

আমাশয় হইতে যৌন খাদ্য—এমন কি, চল পর্য্যন্ত শোষিত হইয়া রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে না। জীর্ণ খাদ্য অস্ত্রের মধ্যে গমন করিলে পূর্ব দেহমধ্যে উহার শোষণ-কার্য আরম্ভ হয়।

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে পর পরিষদের অগ্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, বক্তা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বীন্দ্র মহাশয়কে বক্তৃতার জন্ত এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে চিত্র প্রদর্শনের জন্ত এবং রামমোহন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদের ন্যাঙ্কিঙ্ক ল্যান্টার্ন ব্যবহার করিতে দিবার জন্ত ধন্যবাদ জানাইলে তৎপরে সভাস্তম্ব হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

সভাপতি।

স্থগিত নবম বিশেষ অধিবেশন

(৮শ বর্ষাখ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরোলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত)

৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ২২শে নবেম্বর ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ন ৫টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)

শ্রীহরপ্রসাদ মৈত্র এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীঅমৃতলাল বসু, শ্রীসুপ্রসাদ সমাধিপতি, শ্রীপাচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীমতী অবন্তী দেবী, ডাঃ শ্রীমন্মথী-মোহন দাস এম্ বি, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীচাক্রচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্গকার এম্ এ, ডাঃ শ্রীবিজ্ঞানেশ্বর মৈত্র এম্ বি, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুজ্ঞান দাস সরকার এম্ এ, শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেন এম্ এ, শ্রীরজনীকান্ত গুহ এম্ এ, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, কুমার শ্রীশরৎচন্দ্রনাথ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, শ্রীললিতমোহন দাস, ডাঃ জে, এন, বোম্, মৌলবী আবদুল রসিদ, ডাঃ শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীকীর্তনচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনীলগোপাল মজুমদার এম্ এ, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দেব, শ্রীরবীন্দ্রমোহন বোম্,

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী বি এ, শ্রীপারাগাল মল্লিক, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীকেন্দ্রনাথ কাব্য-
তীর্থ, শ্রীরজনীকান্ত বিজ্ঞাবিনোদ, শ্রীশোভার ঘোষ, শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন,
শ্রীমূললিত সরকার, শ্রীমুনীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীসম্ভোয়কুমার হাতিয়া, শ্রীসমতুলচন্দ্র গুহ,
শ্রীসম্ভোয়কুমার দাস, শ্রীসত্যীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসত্যীশচন্দ্র বসু, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীমুহুদকুমার
মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীসত্যীশচন্দ্র সাহা, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সরকার, শ্রীসীতেশ-
চন্দ্র দাস গুহ, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, শ্রীশ্রীমলাল দে, শ্রীমন্ত-
বিহারী কল, শ্রীশিবশঙ্কর বিশ্বাস, শ্রীশশীকুমার লাহা, শ্রীসৌভেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসত্যরঞ্জন সেন,
শ্রীমোহিতলাল দাস, শ্রীমণিকলাল শেঠ, শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীমণ্ডলকৃষ্ণ লাহা, শ্রীদীপেন্দ্র-
নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীউমাধন রায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ
ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র নাথ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযশোজনাথ মিত্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ
সরকার, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সাত্তাল, শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাত্তাল, শ্রীযতীশচন্দ্র দত্ত,
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাঁচুদাস মিত্র, শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্ল-
কুমার বসু, শ্রীপুলিনবিহারী মজুমদার, শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত, শ্রীভবানীচরণ দে, শ্রীফণীন্দ্রনাথ
সাত্তাল, শ্রীধরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীধরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅমলাধন পাইন, শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য,
শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ শীল, শ্রীঅনাধনাথ দাস, শ্রীঅনাধনাথ শীল, শ্রীঅতুলকুমার নন্দী, শ্রীঅন্নদাকুমার
দত্ত, শ্রীগোষ্ঠীলাল কুণ্ড, শ্রীগণপতি চক্রবর্তী, শ্রীকানাইলাল মিত্র, শ্রীকিশোরীমোহন মিত্র,
শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীকেশবলাল দাস, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র
গোঁস্বামী, শ্রীকল্যাণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সরকার, শ্রীকেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীচন্দ্রশেখর
বসু, শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত, শ্রীচক্রচন্দ্র সরকার, শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র নাথ,
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীনিগনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বিশ্বাস,
শ্রীহীরালাল মিত্র, শ্রীহরিন্দাস বসাক, শ্রীরোহিণীকুমার গগ, শ্রীরাধালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীবাধারমণ
হুয়, শ্রীরামপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ কুণ্ড, শ্রীবামনদাস মজুমদার, শ্রীবৈষ্ণবনাথ চক্রবর্তী,
শ্রীবরদাকান্ত বসু, শ্রীব্রজমোহন দাস, শ্রীবাসুদেব দে, শ্রীবিমলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমলেন্দ্রভূষণ
বসু, শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্বসহকারী সভাপতি, প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক, পণ্ডিত
শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন
গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মসম্মদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়া-
ছেন । একদল মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলা যায় না । কিন্তু তাঁহার পিতা বৈষ্ণব দীর্ঘজীবী
ছিলেন, সে হিসাবে তাঁহার এ মৃত্যুকেও অকালমৃত্যু বলিলে চলে । তাঁহার পিতা অতিশয়
দীর্ঘজীবী লভ করিয়াছিলেন । শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ব কোতুকপ্রিয় এবং আমোদপ্রিয় লোক

ছিলেন—এটি তাঁহার পৈতৃক গুণ; তাঁহার পিতার নিকট বড়তে তিনি ইহা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বড়াবশুণে তিনি কলেজের সবলের শ্রমী ছিলেন এবং সকল বিষয়েই কলেজে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ছাত্র-জীবনের অন্তে প্রথমে তিনি হেয়ার স্কুলে একটি চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ কার্যের—ধর্মের আস্থানে এ সকল বিষয় অতি তুচ্ছজ্ঞানে ত্যাগ করিলেন। তৎপাদপি অনীচেন ভাবে তিনি ধর্ম সাধনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে তাঁহাকে বশোহর সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি করা হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থ্যাবশতঃ ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি এই সম্মানকর পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎকে যথেষ্ট শ্রম করিতেন। কবির মহীকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি রাখার জন্য তিনি ৮০ সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনিই মহাশয় রাজা রাধামোহন রায় মহাশয়ের মৃগয় মূর্তি (Bust) এবং তাঁহার ব্যবসৃত পাগড়ীটি বিলাত নগরে আনিয়া, পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই দুইটি জিনিসেই পরিষদের চিত্রশালার সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে ঈশ্বর দেয়তন্ত্র মৈত্রী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের আধ্যাত্মিক নেত্রী ছিলেন। তাঁহার রচিত “নির্বাসিতের বিলাপ” পড়িয়া আমি প্রথমে মুগ্ধ হই। তিনি শ্রীটি কলেজের সম্পাদক ছিলেন, আমি তাঁহার নিকট কলেজে একটি চাকরী পাইবাব জন্য যাই। এই স্বজ্ঞে এবং পরে অন্তঃস্থ ব্যাপারে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তাঁহার উপদেশ শ্রোতৃগণের মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকিত। আমরা রবিবারে সাত আট জনে মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতাম। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া কি মহাশয়েরই পরিচয় পাষ্টয়াছি। কোন কোন বন্ধু বলেন, তাঁহার মত প্রতিভা-শালী লোক যদি কাব্যরূপে প্রবেশ করিতেন, তবে আমরা কি না জিনিষ পাইতাম! এই প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, ইহা অপেক্ষাও উচ্চ ধর্ম্মগণে তিনি গিয়াছিলেন; তাঁহার এই ত্যাগ বড় সোজা কথা নয়। তিনি সত্যপ্রিয়তার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া সকল কথা বলিতেন। ক্রমে যত দিন যাইবে, তাঁহার উপদেশ আমরা তত অধিক ভাবে গ্রহণ করিব।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বলোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমাদের হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় একজন বৃগপ্রবর্ত্তক পুঙ্খ। মনোবী, মনস্বী, যশস্বী প্রভৃতি কথা তাঁহার পক্ষে পর্যাাপ্ত হয় না। ভাবে, ভাষায়, ব্যাখ্যায় অমন লোক আর মিলে না। তিনি বাঙ্গালী—বাঙ্গালার বাঙ্গালী ছিলেন। যেটা ভাল বণিয়া বুঝিতেন, সব ছাড়িয়া সেই সত্য বিধাসকে তিনি আলিঙ্গন করিয়া থাকিতেন। তখনকার হিন্দুসমাজ কি রকম ছিল, শিবনাথ কি কষ্ট সহিয়াছিলেন,—কি রকম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আজকালকার লোকে বুঝিবে না। তাঁহার সহিত পাটনার আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি কোন বিষয়েই তাঁহাকে রাগাইতে পারি নাই। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের স্তম্ভ ছিলেন, স্বাধৈরিকতা তাঁহার অঙ্গ-বস্ত্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া,

দেশীয় ভাবে অঙ্কপ্রাপিত হইবার জন্য তিনি ব্রাহ্ম যুবকসমূহকে উপদেশ দিতেন। তিনি একজন সাহিত্যশুর ছিলেন—বহু একটা সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের স্রষ্টৃগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৮৭৫—১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে একটা ভাণ্ডারের ভাব বহিয়া গিয়াছে। আজকাল আর সে ভাব নাই। তিনি মনুষ্যের জহরী এবং প্রচারক ছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণ হইয়াছে। প্রার্থনা করি, তাঁহার স্থিতি লইয়া বাঙ্গালা মনুষ্যের পথে আগ্রসর হউক।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন, —১৯১০ সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁহার বয়স বয়স ৮০ কর্ণঠ শরীর। আমার বোধ হয়, শাস্ত্রী মহাশয় এক্ষেত্রে নবীন ছিলেন। সাহিত্যে যে রকম সমালোচক হইয়াছেন, তাহাতে তিনি সম্রাট না হউন, অন্ততঃ একটা রায় বাহাদুর হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে অসামান্য ভাণ্ডার রাখিয়া ধর্মের পথে ব্যতিত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন, —আমি যখন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনি, তখন ভাবিয়াছিলাম, অমন সুন্দর, উদারচরিত্র লোকের সংস্কার আন্দোলন আমি নিজেকে উন্নত করিতে পারি নাই—তাঁহার মতের বুঝিতে পারি নাই। আমাদের দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যিনি, তাঁহাকে সার্বভৌম উপাধি দেওয়া হইত। আমরা মানি ছয়, তিনি একজন সার্বভৌম ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ—সব লোক সম্মিলিত মিলিয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইহা হইতেই তাঁহার সার্বভৌমিকতার প্রমাণ। এত আছে—স্বাধীনতা: কলৌ যুগে। সত্য প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চ। “নির্বাসিতের প্রবন্ধ” প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় শেষ নহে। তিনি “সোমপ্রকাশে” শিক্ষাবোধী করিয়াছিলেন—পরে তাঁহার রচনায় ইহা অস্বল্প হয়। আজ-কালকার যুবকেরা জানেন না যে, “বঙ্গবাসী”র গঠনে তিনি কতখানি বৃকের রক্ত ঢালিয়া-ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রেরণায় প্রমোদচরণ সেন মহাশয় “সত্য” নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ই আমাকে উৎসাহ দিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মাত্মের গ্রন্থে তদীয় পিতা ব্যতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে আমি দেখিয়াছি, পুত্রের গৌরবে তিনি সেরেব-বোধ করিতেন। তিনি তাঁহার অপূর্ণ আদর্শে আনন্দিগকে ধন্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিলেই ধন্য হইব।

ডাঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশ্রীমোহন দাস মহাশয় বলিলেন যে, ৪১ বৎসর পূর্বে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তিনি অসাধারণ সমালোচক ছিলেন—তাঁহার সমালোচনার আমরা মুগ্ধ হইতাম। আমাদের লইয়া তিনি একটি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মণ্ডলীতে তাঁহার বুকেই আমরা স্বরাজ্যশাসনের কথা প্রথম শুনিতে পাট। একরূপে তিনি ধর্মের সহিত দেশহিতৈষণার মিলন ঘটাইয়াছিলেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেন,—হে ভগবান,

এই দেশকে তঁর লাড়া আর কেহ উদ্ধার করিতে পারিবে না। এই বলিয়া বক্তা প্রস্তাব করিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হউক। শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্বসম্মতিক্রমে হুগ্ধীত হইল এবং এতদ্বিবরক সমস্ত তার কার্য-নির্বাহক সমিতির উপস্থাপিত হইল।

ইহার পর বিশেষ অধিবেশনের কাৰ্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

১৫ অক্টোবর ১৩১৬, ২২শে নবেম্বর ১৯১৯, বনিবার, অপরাহ্ন ৫ঃ৩৫

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই টি—(সভাপতি)

(বিশেষ অধিবেশন উপস্থিত সদস্যগণই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—রাজসাহী, ভালকনিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র মহাশয়-প্রদত্ত একটি দাতৃনির্মিত মূর্তি। ৫। প্রবেশপাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত “যোগেশ বাবুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংশয় নির্ধক প্রবেশের আলোচনা,” ৬। শোক প্রকাশ—(ক) রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর এম্ এ, বি এল, (খ) রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, (গ) কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, (ঘ) ডাঃ অমৃতলাল সরকার এল্ এম্ এস, এক সি এস, (ঙ) প্রকাশচন্দ্র মিত্র।

নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য শেষ হইলে পর, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য আরম্ভ হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে বিগত বিশেষ ও মাসিক অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পাঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথাক্রমে প্রস্তাব এবং সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সভারূপে নির্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সভ্য—শ্রীরাধাবিনোদ চৌধুরী, খোলাহাটী, গাইবান্ধা, ব্রজপুর। প্রঃ—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সভ্য—শ্রীমন্মথমোহন

বসু, সঃ—শ্রীবিজয়রাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, থালা কলেজ, কুমুত নহর, পাঞ্জাব। প্রঃ—
 শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীমহেন্দ্র গোস্বামী এম্ এ, ২৪ হারিসন রোড।
 শ্রীবরদাশ্রমদাস প্রামাণিক এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীশঙ্কুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, এম্ এল সি,
 ঐ ঐ। শ্রীরাধেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ঐ ঐ। প্রঃ—শ্রীপূর্বচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ,
 সঃ—শ্রীলালবিহারী দাস, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মান্দহ। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—ঐ,
 সঃ—বিঃ লিঙ্গরাজ মিশ্র শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, কালীনাটা কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
 প্রঃ—শ্রীমানকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীঅভিমুখা দাস, ২৭ লোয়ার
 দাকুগার রোড। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—ঐহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীমোহিনী-
 মোহন মুখোপাধ্যায়, ৩৪৩ অপার চেন্নুর রোড। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এডওয়ার্ড হনুটিউলনের
 প্রধান শিক্ষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হ্রিপুরা। প্রঃ—ডাঃ বনওয়ারিগাল চৌধুরী, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র
 দত্ত, সঃ—শ্রীকুমার রায় বি এল সি, ১০০ গড়পার রোড। ডাঃ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ৫৬
 হারিসন রোড। প্রঃ—রায় শ্রীবিনোবিহারী বসু, সমঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সঃ—শ্রীশর্মা
 কুমার বসু বি এ, ২৭ চুণাপুকুর লেন, বোঝাডার।

৩। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, উপরক্ত পুস্তক ও উপহারদাতাগণের নাম পাঠ
 করিয়া, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন এবং সম্মতক্রমে সেই প্রস্তাব
 গৃহীত হইল।

উপহারবাহিতা—শ্রীরামেশ্বর দে, উপরক্ত পুস্তক—১। অবশুণের কথা। ২। অরবিন্দের
 পত্র। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, বিবেকানন্দ সোসাইটীর সম্পাদক—৩। বীরবাণী। স্বামী কিরণচন্দ্র
 দত্তবংশ—৪। সাদনক্ষ্যগান। শ্রীচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৫। মধ্য বিজ্ঞান। শ্রীকিত্তীশনাথ
 ঠাকুর—৬। তোমরা ও আমরা। শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়—৭। লুৎফউল্লিহা। শ্রীকালী-
 প্রসন্ন দাস ভট্ট—৮। ছোট বড়। ৯। দাদার ঘরে। ১০। দেবতার মেয়ে। ডাঃ শ্রীপ্রাণল-
 চন্দ্র নাগ—১১। ইংলিস্ চিকিৎসা (১ম খণ্ড)।

Officer in-Charge, Bengal Sectt. Book Depot—(12) Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the year 1918. (18) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 31st March, 1919. (14) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1918. Supdt Govt. Printing, India, (15) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July, 1919 (16) Do. Do. August, 1919. (17) Dates of Votive Inscriptions on the Stupas at Sanchi No 1. (18) Statistical Tables showing for each of the years 1901-02 to 1917-18 Supdt, Archaeological Survey, Burmah,—(19) Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Burmah, 1919. Do Do. Madras.—(20) Annual Report of the Archaeological Dept. Southern Circle, Madras 1918-19, (21) Annual Report on Epigraphy 1918-19. Surveyor General of India

(22) General Report on the Survey of India, 1917—18. Registrar, Calcutta University (23) Post Graduate Teaching in the University of Calcutta, 1918—19

ঐযুক্ত রামেশ্বর দে—(24) The Uttarpara Speech by Aurobindo Ghosh Supdt. Govt. Press, United Provinces (25) List of Sanskrit and Hindi Manuscripts purchased by order of Govt. and deposited in the Sanskrit College, Benares, 1917—18. (26) A Catalogue of Sanskrit Manuscripts acquired for the Govt. Sanskrit Library, 1918—19. ঐযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন (27) The Great Faith. (28) My Mission to London 1912-14. (29) Mesopotamia.--The Key to the Future (30) The Montagu-Chelmsford Proposals for Indian Constitutional Reform. (31) The Battle of Jutland. (32) Gita and Gospel (33) A Primer of Hinduism (34) Hinduism—Its Content and Value (35) China and the Manchus. (36) The Evolution of New Japan. (37) The Holy Rollins (38) A Soldier's Answer, (39) The Fact and Meaning of Life (40) The Land of two Rivers Director General of Observatories (41) Report on the Administration of the Meteorological Dept. of the Govt. of India in 1918-19. Supdt. Archaeological Survey, Frontier Circle (42) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Frontier Circle for 1918-19 Secretary, Smithsonian Institution (43) Cambrian Geology and Paleontology, IV, 1918.

৪। বঙ্গসাহিত্য জেলায় ভাষা-দানবাসী জমিদার ঐযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত একটি মাতৃনির্মিত মূর্তি সভা হলে পদাৰ্পিত হইল এবং ঐ মূর্তিটি পরিদর্শন করিয়া কতক ভাষিকের পক্ষবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৫। ঐযুক্ত বসন্তকুমার চাট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত “বোম্বেশ বাবুর ঐক্য-কীর্তনে সংশয় গীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা” নামক প্রবন্ধ পরিবর্তন-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া ঐযুক্ত অক্ষয়মোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সঙ্গসম্মতিক্রমে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৬। শোকপ্রকাশ—সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ঐযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সঙ্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর এম্ এ, বি এম্ মহাশয় বালালা ভাষায় বিশেষ কিছু লিখিতেন না। তিনি বাংলা কিছু লিখিতেন, সমস্তই ইংরাজী ভাষায়। তাহাও আবার সাধারণের জ্ঞান নহে—তাহার লিখিত গ্রন্থ বিশেষজ্ঞেরাই পড়িয়া আনন্দ লাভ করেন। সাধারণের অবগত-বিনোদের জন্ত তিনি কোন বই লেখেন নাই। সেই জন্ত জনসাধারণের নিকট হইতে তত পরিচিত নহেন। কিন্তু তিনি যে সব কার্য করিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ দরের। তাহার প্রদত্ত ঐতিহাসিক উপকরণ আজকালকার অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যবহার করিতেছেন এবং পরেও করিবেন। তিনি তেপুটি বাহুল্যেই ছিলেন। এতিয়াটিক সোসাইটী হইতে ধোয়ী কবির “পবনদুঃ” তিনি প্রকাশিত করেন।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাজী মহাশয় বলিলেন,—সরকারী কাজে মনোমোহন বাবুকে খুব পরিশ্রম করিতে হইত। এই পরিশ্রমের পরেও তিনি অনেক কাজ করিতেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বহু গেজেটিয়ার, ইহা সবই তিনি রিভাইজ করিয়া বেন। উড়িষ্যার মাঘলা পাজীর সঙ্গে তাম্রশাসন মিলাইয়া তিনি যে ঐতিহাসিক তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেদেরই প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালা এবং মিথিলার স্থিতি, ভ্রম ও জ্যোতিষ প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে যে সব কোটেশন ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি অতি নিপুণভাবে তাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এষ্ট রকম আরও বহুবিধ কার্য্য তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নয়টি পুত্র। অতি অল্প দিনই তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাতৃষণ মহাশয় মনোমোহন বাবুর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া, প্রস্তাব করিলেন যে, আজকার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অজ্ঞাত যে সকল সদস্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার কথা আছে, আজ তাহা হৃদিত থাকুক। আগামী কল্য ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে ইহাদের সমস্ত শোক প্রকাশ করা হইবে। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরে শ্রীযুক্ত মদ্যধর্মোহন বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষৎ বঙ্গের মনোমোহন বাবুর একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হউক। শ্রীযুক্ত হরদাস সরকার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের কার্য্যনির্বাহক সমিতির উপর এতদ্বিষয়ক ভার অর্পিত হইল।

পরিষেবে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সরকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩, ২৩শে নবেম্বর ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৫৫.০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু সচিব, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিজ্ঞাতৃষণ, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীকিরণচন্দ্র তর্কচাণ্ডী, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিবসরত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীভবেন্দ্রনাথ দাস নাথ বি এম্ সি, শ্রীআত্মতোষ বেনজ, শ্রীবিজ্ঞেননাথ পুতুভূত, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পালিত,

মিঃ ডি, এন্, দাস, মিঃ ডি, সি, রায়, শ্রীমতেন্দ্রনাথ বোষ, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিরোগী, শ্রীমদ্বন্দ্যনাথ বসু, শ্রীললিতমোচন পাল শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীঅম্বোরচন্দ্র বোষ, শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিক্রান্তিকৃষ্ণ প্রামাণিক।

শ্রীহেমচন্দ্র বোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত সহকারী সম্পাদকবর।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সহস্র নিকীচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের লিখিত “সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম” নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ লিখিত না হওয়ার গঠিত হইল না।

২। নিম্নলিখিত আট জন ব্যক্তি যথারীতি প্রস্তাবিত ও সম্মতিত হইলে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নিকীচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীকিরণচন্দ্র পালিত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১। শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত ১৮০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র বোষ	ঐ	২। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রূথোপাধ্যায় কলিকাতা প্রেস, ১৫৫ ঠাকুর কাসল রোড, কলিকাতা।
ঐ	ঐ	৩। শ্রীধনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	ঐ	৪। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এন্, এ, বি এল মিঃ ইন্সটিটিউশন, ভবানীপুর।
ঐ	ঐ	৫। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মিঃ ইন্সটিটিউশন, ভবানীপুর।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহেমচন্দ্র বোষ	৬। শ্রীমদ্বন্দ্যনাথ বোষ, বি এল ১৮১ গৌরীবেড়ে লেন।
ঐ	ঐ	৭। শ্রীমতেন্দ্রনাথ পাল ৫৩ ব্রুথোপুর্ ষ্ট্রীট।
ঐ	শ্রীমদুল্যচরণ বিজ্ঞান	৮। শ্রীমতেন্দ্রচন্দ্র কর ১১এ হাঙ্গামার টোল, বৌদামার।

২। অল্পতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রত্যাবে নিম্নলিখিত পুস্তকের উপহারদাতাকে ধন্যবাদ জানান করা হইল।

উপহারদাতা—শ্রীহরেকৃষ্ণ সুখোপাধ্যায়—উপস্থিত পুস্তক—কমণ্ডলু। অধ্যাপক শ্রীমাধব-দাস চক্রবর্তী—A Short History of Sanskrit Literature.

৪। সভাপতি মহাশয়ের আলোনে অল্পতম সহকারক সমগ্র শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়-লিখিত "সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয় এই উপলক্ষে বোধ মহাবানের কিছু বিবরণ দিলেন ও তাহা হইতে হীনগান ও তীনযান হইতে সহজিয়া ও সহজিয়া হইতে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম কিরূপে প্রবর্তিত হইল, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, সহজিয়ারা বলে যে, ত্রীগোষ্ঠাদেশ তাহাদেরই ধর্ম কিছু পরিবর্তিত আকারে প্রচার করিয়াছেন এবং সহজিয়াই আদি বৈষ্ণবধর্ম।

৪। গত কল্যাণী পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে সমগ্রভাবে নিম্নোক্ত সমগ্রগণের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করা হয় নাই।

(ক) রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর। অল্পতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন যে, বর্গীর রায় বাহাদুর পরিষদের একজন পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনি আর দুই সহস্রাধিক টাকা মূল্যের মধ্যমপ্রত্যয়ের টালি দান করিয়া পরিষৎ মন্দিরের নিয়ন্তল মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক বিষয়ে সাগাধ্য করিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন।

(খ) কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বর্গীর কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় পাবিনি ও সুখবোধ ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন; তন্মধ্যে কবিরাজি চিকিৎসা সংঘে গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেশের সকল প্রকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অর্জুতান আরোজনের অল্পতম মেতা ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত বন্ধুবৎসল ছিলেন। 'গোপনে ও প্রকাশে অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন উদার-চরিত্রের লোক ছিলেন।

(গ) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, প্রথিতশ্রী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের পুত্র বর্গীর ডাঃ অমৃতলাল সরকার মহাশয় "ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন কমিটি-তেমেন অফ সাংগাল" নামক বিজ্ঞান-সভার পিতার সহকারিত্বপে থাকিয়া অনেক কার্য করেন এবং ১৯০০ সালে পিতার মৃত্যুর পর সম্পাদক হইয়া ১৪ বৎসর এই সভার সেবা করেন। সম্পাদক হইয়া 'কেন্দ্রী', 'কিকিৎ', 'বটানি-ইত্যাদি বহু দ্বিগুণে বহু বক্তৃতা দিয়া এই সভাকে পুষ্ট করেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি "বঙ্গান" নামক বাংলা সাহিত্যিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার জন্ম তাঁহাকে বহু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে "সারান্স এসোসিয়েশনে"র যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; এখনকার সভাটি দেশের মধ্যে একটি উজ্জল রত্ন। সম্প্রতি তথ্যের মৌলিক গবেষণার কাজ চলিতেছে। গত ৪৫ বৎসরে তিনি এই সভার নানাভাবে উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি গত দুই বৎসর ধরিয়া কলিকাতার "সারান্স কন্ভেনশন্" নামক বিজ্ঞান আলোচনার জন্ম বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ সভার কার্য এ বৎসরও চলিতেছে। এষ্ট সভার প্রবর্তক হিসাবে তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্থ। তিনি 'কাল্‌কাতা জর্নাল অব মেডিসিন' নামক পত্রখানি উপযুক্ত ভাবে পরিচালন করিয়াছিলেন।

তৎপরে (৮) কলিকাতার এটর্নি প্রকাশচন্দ্র মিত্র, (৯) ডাক্তার অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (১০) চৈতন্য লাহিড়ীর প্রতিষ্ঠার অন্ততম তত্ত্ব কুঞ্জলাল বসু, (১১) পাবনা সিরাজপুরের ত্রিফটাবিয়ারা স্কুলের সেক্রেটারী ব্রজেন্দ্রকুমার রায় ও (১২) মেনিনীপুর কুরাপুরনিবাসী উদীয়মান সাহিত্যিক মনমোহননাথ খান মহাশয়গণের পরলোকগমনে বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করা হইল। অতঃপর (ক) প্রবীণ সাহিত্যিক ও দার্শনিক, বঙ্গমান শাখা-পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গমান সাহিত্য-সম্মিলনের বিশেষ উদ্যোক্তা, পত্রোপকারী, সভার ব্যাখ্যাতা, সুপণ্ডিত দেবেন্দ্র-বিক্রম বসু এম এ, বি এল মহাশয়ের মৃত্যুতে বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করা হইল।

তার ঐযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, উক্ত পরলোকগত মনমোহন ও সাহিত্যিকগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারগণের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে পরিষদের সমবেদনামূলক পত্র লেখা হউক।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাস্তম্ভ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১২ই পৌষ ১৩২৩, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৫৫.০টা

উপস্থিতি—

রায় ঐযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

ঐসত্যচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীবাণীনাথ মল্লী, শ্রীপকাসন মিত্র এম এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, পণ্ডিত শ্রীমদ্রামনাথ বিচারিনোদ, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীকানাইলাল দাস এম এ, মৌলবী শেখ হাবিবুর রহমান, মৌলবী এ, মোহানী, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিজ্ঞানক, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিরোগী, শ্রীভানুলাল সোমবর্মী, শ্রীঅরুণকুমার বসু, শ্রীহরিশচর বোষ, শ্রীশঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ মীল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

শ্রীকালীচরণ ভট্টাচার্য, শ্রীভারতপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, শ্রীঅমৃতলাল সঙ্করদাস, শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানদাচরণ দাস, শ্রীপ্রদীপচন্দ্র দাস, শ্রীমনীলাল পাঠক, সি: টি, পি, চট্টোপাধ্যায়, সি: এল, বিজ, শ্রীরাধকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিভাভূষণ—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্ত-নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ মহাশয় লিখিত “বঙ্গভাষা নবাবিকৃত শিলালিপি” নামক প্রবন্ধ। ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপকের অস্থূপস্থিতিবশতঃ অত্যন্তম সহকারী সভাপতি যার শ্রীযুক্ত চুপ্তাচাল বসু বাহাদুর সভাপতির আদান গ্রহণ করিলেন।

১। অত্যন্তম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিভাভূষণ মহাশয় গত ৫ম ও ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে, উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। এতদ্ব্যতীত চতুর্থ ও নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় পরিষদের সাধারণ সভাক্রমে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নাম পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় কর্তৃক উক্ত সদস্ত নির্বাচনের প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হইলে পর তাঁহার সর্ব-সম্মতিক্রমে সাধারণ সভাক্রমে নির্বাচিত হইলেন। (পরিশিষ্টে প্রস্তাবিত সদস্ত-তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৩। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির ও প্রদাতাগণের নাম পাঠ করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক ও উপহারদাতার নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল)।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অধ্যকার আলোচ্য প্রবন্ধটি রাজসাহীর বরেন্দ্র অহুসজ্ঞান সমিতির সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম সহকারে শিলালিপির বিস্তৃত পাঠ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যকার সভার তিনি উপস্থিত না থাকায় সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয়কে এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বোধন করিলেন। পঞ্চানন বাবু কর্তৃক প্রবন্ধ পঠিত হইলে, প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক প্রেরিত শিলালিপির ছাপ সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীযুক্ত যনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি এই মহাশয় বলিলেন যে, শিলালিপির মধ্যে এক স্থলে “সম্যাক্‌বর্ণন” অর্থে আত্মবর্ণনের উল্লেখ পাওয়া বাইতেছে। “সম্যাক্‌বর্ণন” কথাটি কেবল জৈন-দর্শনেই পাওয়া যায়। হিন্দুদর্শনে ইহার উল্লেখ পূর্বে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার জানা নাই।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপা হইবে স্থির হইয়াছে। গত জীবন দাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় এই

বিলালিপির যে পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, বর্তমান প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখক তাহার সহিত অনেক স্থলে একমত হইতে পারেন নাই। বাহা হউক, পত্রিকার প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ের আলোচনা হইতে পারিবে। তৎপরে তিনি বরেন্দ্র অঙ্গসন্ধান-সমিতিতে এই প্রবন্ধ প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখককে ও প্রবন্ধ-পাঠেব জন্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ অর্পণ করিলেন।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অঙ্ককার সভার কার্যতালিকাভুক্ত না থাকিলেও একটি শোকের সংবাদ তিনি সকলকে জানাইতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন সদস্য, বঙ্গদেশের অজ্ঞাতম্ প্রাচীন জমিদার-বংশের উজ্জল ১৯তম দিনাজপুরের মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় কে সি আই ই বাহাদুর গত ৬ই পৌষ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় ধার্মিক এবং সৌজ্ঞাত্য প্রভৃতি অনেক গুণে বিভূষিত ছিলেন। এই জ্ঞাত্য তাঁহাকে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সম্মান করিতেন। পরিষদের তিনি একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। পরিষদের নানা অজুঠানে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন এবং কলিকাতায় অবস্থান-কালে বহু সভায় উপস্থিত হইতেন। পরিষদগ্ৰন্থাবলীভুক্ত “কঙ্কপুংগ” মুদ্রণ জন্য তিনি লম্বা ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে পরিষদ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিতেছেন। অঙ্ককার সভার বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশের পর তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে বলিয়া আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এই শোক প্রকাশের উল্লেখ নাই। আজ শোক-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল মাত্র, তাঁহার জন্য শোক প্রকাশের ব্যবস্থা পরে করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সমর্থক—রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, প্রস্তাবিত সদস্য—১। শ্রীহরিশঙ্ক চট্টোপাধ্যায়, ১২ হরিতকীবাগান লেন। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবনমল্লারিঙ্গাণ চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীঅমলাচরণ বিজ্ঞাত্যবন, সদস্য—২। শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৭২১১ লোয়ার সাকুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সং—৩। শ্রীবিপ্লববিহারী রায় এম্ এ, ৩৬ আমহার্ট ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু বি এ, ৯ কুণ্ড লেন, ভবানীপুর। ৫। শ্রীসতীশনাথ মিত্র, ৫৭ বীডন ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ। সং—৬। শ্রীমগেননাথ সুখোপাধ্যায়, ৮৭ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, ৭। শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য, ১০৪১ বাবিকতলা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাস। সমর্থক—ঐ, সং—৮। শ্রীঅম্বিনাথচন্দ্র মিত্র, ২৫১২ কানাইলাল ধর লেন। ৯। শ্রীব্রজলাল দাস, ১৮ কানাইলাল ধর লেন।

১০। শ্ৰীহৰেকৃষ্ণ দে, ৬৪ শ্ৰীগোপাল মল্লিক হেন। প্ৰস্তাবক—শ্ৰীকিৰণচন্দ্ৰ দত্ত, সমৰ্থক—
শ্ৰীবাণীনাথ নন্দী, সঃ—১১। শ্ৰীশশীভূষণ দত্ত, ২২ বদৰিদাস টেম্পল ষ্টীট। ১২। শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ
বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪২ আপাৰ শাকুলার রোড। প্ৰস্তাবক—শ্ৰীৰায় বতীজনাথ চৌধুৰী, সমৰ্থক—
শ্ৰীঅম্বাচৰণ বিজ্ঞানভূষণ, সঃ—১৩। শ্ৰীমনোমোহন ভট্টাচাৰ্য্য, ৩৪ আমহাট' রো। প্ৰস্তাবক—
শেখ হাবিবৰ রহমান মণ্ডল, সমৰ্থক—ঐ, সঃ—১৪। এ. লোহানী, ৪২ বৈঠকখানা রোড।

পৰিশিষ্ট—উপস্থিত পুস্তক

উপহাৰদাতা—শ্ৰীনাৰায়ণচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য বিজ্ঞানভূষণ, উপস্থিত পুস্তক—১। বয়জামাই,
২। উত্তৰাধিকাৰী, ৩। বিলাত-ক্ৰেয়ত। শ্ৰীললিনীমোহন রায় চৌধুৰী—৪। বনকুল,
৫। আত্মদৰ্শন, ৬। কৰ্মকল। শ্ৰীপুৰেন্দ্ৰনাৰায়ণ রায়—৭। কপেৰ ফাঁদ। শ্ৰীগণপতি
চক্ৰবৰ্তী—৮। সমাজসংস্কাৰ ও সভাপীৰ ব্ৰতকথা, ৯। শিষ্টাচাৰ। শ্ৰীকিৰণচন্দ্ৰ
দত্তবেশ—১০। শ্ৰীবাবন-শতক। শ্ৰীমুনীন্দ্ৰ প্ৰসাদ সৰ্বাধিকাৰী—১১। রাজমল। শ্ৰীকিতাঞ্জন
নাথ ঠাকুৰ—১২। মাৰে-পোৰে। শ্ৰীকিৰণচন্দ্ৰ দত্ত—১৩। বাত্ৰস্ততি, ১৪। কল্যাণ,
শ্ৰীশ্ৰীৰামকৃষ্ণবিবেকানন্দ। শ্ৰীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়—১৫। ষট্টিতত্ত্বে পুৰাণ ও বিজ্ঞান,
১৬। নূতন উপনিবেশ, ১৭। সত্ৰৰ মা। শ্ৰীগোবিন্দচন্দ্ৰ সেন—১৮। চৈতন্য লাইব্ৰেৰীৰ বাৰাণা
পুস্তকেৰ তালিকা, সেপ্টেম্বৰ, ১৯১৮। শ্ৰীবিজ্ঞাননাথ সিংহ—১৯। বাগক-বন্ধ (১ম খণ্ড)
(অসম্পূৰ্ণ ও ছিন্ন)। শ্ৰীচুণীলাল বসু বাহাদুৰ—২০। রাজা রামমোহন রায়।

Supdt. Govt. Printing, India - (21) Calcutta University Commission, Report, Vols. VII, VIII, IX, X, (22) Patent Office Journal, July to Sept. 1919. (22) Scientific Reports of the Agricultural Research Institution, Pusa, 1918-19. (24) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Sept. 1919. (25) Statistics of British India, Vol. IV. 1917-18, Officer-in charge, Bengal Sectt. Book Depot—(26) Report on the Operations of the Department of Agriculture, Bengal 1918-19. (27) Annual Report of Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, 1918-19. (27) Fifty-Seventh Annual Report of the Govt. Cocchona Plantations and Factory in Bengal, 1918-19. (28) Report on Wards attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1918-19, 1325 B S.) Secretary, Indian Science Association—(29) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol. V, Pt. I, 1919. শ্ৰীচুণীলাল বসু বাহাদুৰ—(30) The Health of Indian Student, Director Geological Survey of India (31) Records of the Geological Survey of India, vol, L, part 3, 1919. শ্ৰীযুক্ত মহেন্দ্ৰনাথ কৰণ—(32) A Short History and Ethnology of the Cultivating Podes. Secy, Smithsonian Institution—(33) Smithsonian Miscellaneous Collections, vol, 6, No. 9, (34) Do—vol 69, No. 10, 1919 (35) Do—No 11 (36) Do—No. 12 (37) Sponser Fallerton Baird-

Registrar, Calcutta University (38) Calcutta University Minutes, Vol. LIII parts 1 to VII, 1912 (42) Do Vol LVII, pt 1 to VIII 1913 (43) Do Vol LVIII pt I to VIII 1914 (44) Calcutta University Calendar, 1892 Do part I to III 1907 (45) Pt II to IV. 1918 (46) pt I to III, 1914. (47) Do part III 1915 (48) Do pt I 1918-19 **শ্রী ব্রজবল্লভ বিজ্ঞানবিনোদ**—(49) A Brief History of the Acharyya Brahmins.

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৮ই পৌষ ১৩২৮, ৩রা জানুয়ারী ১৯২০, শনিবার, অপরাহ্ন ৫ঃ৩০

উপস্থিতি—

শ্রী চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এক সি এস, শ্রী বিনোদবিহারী বসু, শ্রী চন্দ্রশেখর কর বিজ্ঞানবিনোদ, বি এ, ডাঃ শ্রী বিমলাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এম বি, শ্রী মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, কবিরাজ শ্রী মনোদজ্ঞ সেন, শ্রী চাক্রক তট্টাচার্য্য এম এ, শ্রী বিদ্যাধরপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী কীদারকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল, শ্রী বাণীনাথ নন্দী, শ্রী তারাপ্রসন্ন তট্টাচার্য্য, শ্রী পরচন্দ্র ঘোষ বর্মা, মিঃ এন্. পি. রায়, শ্রী অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী বীজেননাথ মিত্র, শ্রী ব্রজেননাথ বসু, শ্রী কীদারনাথ রায়, শ্রী গিরীন্দ্রনাথ দাস, শ্রী মানিকলাল সেন, শ্রী হরিচরণ মিত্র, শ্রী রাধাকান্ত সরকার, শ্রী রাধারমণ রায়, শ্রী নীলমণিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রী হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রী চিরঞ্জয় লাহিড়ী, শ্রী আনন্দমোহন পাল, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রী বীজেননাথ দত্ত, শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রী গণিতমোহন পাল, শ্রী বিজয়নাথ সান্যাল, শ্রী বিনয়কৃষ্ণ দত্ত বি এ, শ্রী নির্মলকুমার বসু, শ্রী উপেন্দ্রনাথ রায়, শ্রী হরলাল মিত্র, শ্রী মণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রী মণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রী কুঞ্জবিহারী ঘোষ, শ্রী অতুলকৃষ্ণ তত্ত্ব, শ্রী ভবেন্দ্রনাথ নাথ বি এস সি, শ্রী রামকমল সিংহ, মিঃ বি. এল. ধর, শ্রী ব্রজেননাথ সান্যাল, শ্রী অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, মিঃ ইউ. এল. চক্রবর্তী।

শ্রী আনন্দেনাথ ঘোষ, শ্রী হেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রী ব্রজবল্লভ বিজ্ঞানবিনোদ মহাশয়ের প্রযুক্তি ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলির অন্তর্গত বক্তৃতা—শ্রী ব্রজ চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এক সি এস, রসায়নচর্চা মহাশয়ের “আহারভক্ষণ” বিষয়ভিত্তিক পরিপাকভব বিষয়ে আলোকচিত্রাদি সহযোগে পঞ্চম বক্তৃতা।

অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রী ব্রজ চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আদেশ গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে বক্তা তাঁহার আহারভক্ষণসম্পর্কীয় পরিপাকভব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। অব্যাপক শ্রী ব্রজ চাক্রক তট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় ব্যাখ্যিক স্যাক্টারের সাহায্যে পরিপাকভব

প্রদর্শন দ্বারা বস্তুর বস্তুবিষয় ব্যাখ্যানে সহায়তা করিলেন। নিম্নে বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

কুশ্র অস্ত্র তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম ডিওডিমম্ (Deodenum)। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ হাত লম্বা। ইহার অব্যবহিত পরের অংশের নাম জেজুনম্ (Jejunum) ; ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত। কুশ্র অস্ত্রের শেষাংশের নাম ইলিয়ম্ (Ileum) ; ইহা প্রায় সাড়ে সাত হাত লম্বা এবং বৃহদন্ত্রের সহিত সংযুক্ত।

ডিওডিমমের মধ্যে একটি নালীর মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যকুৎ হইতে পিত্তবাহী নালী (Bile duct) এবং ক্রোম্ (Pancreas) হইতে রসবাহী নালী (Pancreatic duct) উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া যে একটি নালী গঠিত হইরাছে, তাহারই মুখ ডিওডিমমের মধ্যে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। এই নালীর মুখ দিয়া পিত্ত ও ক্রোম্ রস অস্ত্রমধ্যে আসিয়া আমাশয় হইতে আগত খাদ্যের পরিপাক সাধন করে। অন্নরসযুক্ত খাদ্য অস্ত্রে আগমন করিলে তথায় সিক্রিটিন (Secretin) নামক এক পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাহার উত্তেজনায় ক্রোম্ রস প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া পূর্কোক্ত নালীর মুখ দিয়া অস্ত্রমধ্যে করিত হইতে থাকে।

ক্রোম্ রসের মধ্যে তিনটি কিম্বা পদার্থ (Ferment) অবস্থিত করে। ইহাদিগের প্রত্যেকটির ক্রিয়া পৃথক্। স্ট্রিপসিন (Strypsin) নামক কিম্বা পদার্থের সাহায্যে আমাশয় হইতে আগত, আংশিক ভাবে জীর্ণ, ছানাজাতীয় পদার্থের পরিপাকক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া, উহা রক্তের সহিত শোষিত হইবার উপযুক্ত হয়। ছানাজাতীয় পদার্থের পরিপাক আমাশয়ে আরম্ভ হইয়া অস্ত্রমধ্যে শেষ হয়। লাইপেজ (Lipase) নামক আর একটি কিম্বা পদার্থ ক্রোম্ রসের মধ্যে অবস্থিত করে; ইহা পিত্তের সহিত মিলিত হইলে, উহা দ্বারা খাদ্যস্থিত মাখনজাতীয় পদার্থ জীর্ণ হইয়া হৃৎকায় খেতবর্ণ পদার্থে পরিণত হয় এবং লাক্টীল (Lacteale) নামক একজাতীয় শিরা দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। আমিলাস (Amylase) নামক ক্রোম্ রসস্থিত তৃতীয় কিম্বা পদার্থ দ্বারা খাদ্যস্থিত খেতসারজাতীয় পদার্থ (মুখের মধ্যে দ্বারা জীর্ণ হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই) স্নায়াকর্ষণীয় পরিণত হইয়া রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া বহুতে উপস্থিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য পরিপাকের ক্ষমতা সকল আরক পদার্থের প্রয়োজন, তাহার সকলগুলি ক্রোম্ রসের মধ্যে থাকে।

যকুৎ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া ক্রোম্ রসের সহিত একত্রে কুশ্র অস্ত্রমধ্যে আগমন করে এবং প্রথমতঃ মাখনজাতীয় খাদ্যের পরিপাক কার্য সম্পাদন করে। ক্রোম্ রস পিত্তের সহিত মিলিত না হইলে মাখনজাতীয় খাদ্য জীর্ণ হয় না। পাণ্ডুরোগ (Jaundice) হইলে পিত্ত অস্ত্রমধ্যে কর্তৃত্ব না হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং এই জন্য রোগীর চক্ষু ও দেহ হরিদবর্ণ দেখা যায়। পাণ্ডুরোগজন্য একক ক্রোম্ রসজাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণ পরিপাক করিতে পারে না; কারণ,

এ পিত্তের সাহায্যে ঐ জাতীয় খাদ্য সাধারণতঃ জীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা তখন অগ্ন্যমধ্যে বাগমন করে না।

কুত্র অগ্ন্যমধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড আছে। ঐ সকল গণ্ড হইতে আন্ত্রিক রস (Succus Entericus) এক প্রকার আরক রস নিঃসৃত হয় এবং পিত্ত ও ক্রোমরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া কুত্র খাদ্যের পরিপাক সাধন করে। আন্ত্রিক রসের মধ্যে ইন্ভার্টেজ (Invertase) নামক এক প্রকার কিয় পদার্থ থাকে; ইহা দ্বারা আমাদের খাদ্যস্থিত ইন্সুলকর (Cane sugar) জাঙ্কাশর্করায় পরিণত হইয়া থাকে। আমরা যে-কোন প্রকার শর্করা ভক্ষণ করি না কেন, উহা জাঙ্কাশর্করায় পরিণত না হইলে রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া শরীরের কার্যে লাগে না।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, বক্তৃৎ ও ক্রোম পরিপাকযন্ত্রের দুইটি প্রধান অঙ্গ। বক্তৃৎ উদ্বাহের স্বাক্ষণভাগে এবং ক্রোম উদ্বাহের বাম ভাগ হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অবস্থিত করিতেছে। বক্তৃৎ বা ক্রোম ব্যাধিগ্রস্ত হইলে খাদ্য পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। ক্রোম-বস্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে এফ প্রকার দুঃসাধ্য বহুমূত্র রোগ জন্মিতে দেখা যায়।

বক্তৃৎয়ের প্রধান ক্রিয়া, পিত্ত নিঃসরণ দ্বারা খাদ্যের পরিপাক সাধন করা। ইহা দ্বাভীত বক্তৃৎয়ের আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে। জীর্ণ খাদ্য রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রাথমিকঃ বক্তৃৎয়ের মধ্যে গমন করে। তথায় খাদ্যের কতক অংশ আঁকার পরিবর্তন করিয়া দেহের তাবস্থ্যৎ প্রয়োজন সাধনের অঙ্গ সঞ্চিত থাকে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের খাদ্যস্থিত খেঁতসার ও ইন্সুলকর ও অগ্ন্যমধ্যে জাঙ্কাশর্করায় পরিণত হইয়া রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। এই জাঙ্কাশর্করা শোষিত-প্রবাহ দ্বারা বক্তৃৎতে নীত হইলে, উহা তথায় গ্লাইকোজেন (Glycogen) নামক একপ্রকার জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং বক্তৃৎয়ের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। দেহের প্রয়োজন-মত এই পদার্থ বক্তৃৎয়ের মধ্যে পুনর্বার জাঙ্কাশর্করায় পরিবর্তিত হইয়া রক্তপ্রোভের সহিত মিশ্রিত হয় এবং দেহের সর্বত্র নীত হইয়া, রক্তস্থিত আক্সিজেন সংযোগে দগ্ধ হইয়া শারীরিক তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। যদি কোন কারণে রক্তস্থিত সমুদয় শর্করা দগ্ধ হইবার অবকাশ না পায়, তাহাঁহইলে ঐ অতিরিক্ত অংশে সুজের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এরূপ অবস্থার মূত্র পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যে জাঙ্কাশর্করা অস্বাভাবিক পরিমাণে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায় এবং ইহাকেই আমরা বহুমূত্র (Diabetes) রোগ বলিয়া থাকি।

যে সকল কারণে বহুমূত্র রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে দুই একটি বিশেষ কারণ এ স্থলে বর্ণিত হইল।

ভাঙার মধ্যে সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং দ্রাক্ষাশর্করার যে অংশ গ্রাইকোজেনে পরি-
বর্তিত হয় না, তাহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায় এবং এইরূপে
অধিকাংশ ব্যক্তির বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা নিবারণের একমাত্র উপায়, খাদ্যের মধ্যে
বেতসার ও শর্করার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া।

২। যখন কোন কারণে অগ্নি হইলে, উহার দ্রাক্ষাশর্করাক গ্রাইকোজেনে পরিণত
করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। সুতরাং দ্রাক্ষাশর্করার অন্বিষ্টাংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া
মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

৩। দ্রাক্ষাশর্করা রক্তস্রোতের সহিত প্রবাহিত হইয়া, মাংসপেশী এবং শারীরিক অন্যান্য
উপাদানের মধ্যে আগমন করিয়া, তন্মধ্যে সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া ক্লোরিনিক এসিড, বাস্ফা ও জলে
পরিণত হয়। এই দহনক্রিয়ার ফলে দ্রাক্ষাশর্করার কিছুমাত্র রক্তের মধ্যে থাকে না বলিয়া এই
পদার্থ সুস্থাবস্থায় মূত্রের সহিত বহির্গত হইবার অবকাশ পায় না। যদি কোন কারণে যথেষ্ট
অধিক পরিমাণ গ্রাইকোজেন্ দ্রাক্ষাশর্করার পরিণত হইয়া রক্তস্রোতে আসিয়া পড়ে, তাহা
হইলে মাংসপেশীর মধ্যে উহার সনাক্ত অংশ দগ্ধ হইবার সুবিধা হয় না। এরূপ স্থলে অদগ্ধ দ্রাক্ষা-
শর্করা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। যথোপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে
মাংসপেশীগণ রক্তস্থিত দ্রাক্ষাশর্করাকে যথানিয়মে দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, উহা মূত্রের সহিত
নির্গত হইয়া থাকে। যত অধিক পরিশ্রম করা যায়, ততই রক্তস্থিত দ্রাক্ষাশর্করা অল্পে-
সংযোগে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া বাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই রোগ নিবারণের আর একটি
উপায়—যথোচিত পরিশ্রমের কার্য্য করা। বহুমূত্র রোগের পক্ষে কোন না কোনরূপ ব্যায়াম
করা অবশ্য কর্তব্য।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের সহিত অতিরিক্ত বেতসার বা শর্করাজাতীয় পদার্থ
ভোজন না করা এবং যথোচিত ব্যায়াম চর্চা করা বহুমূত্র রোগ নিবারণের দুইটি প্রধান
উপায়। হুংঘের বিবরণ, আমাদেব দেশের স্বচ্ছল অঞ্চলার লোকে এই দুইটি বিষয়েই সন্মত
অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বেতসার, শর্করা ও মাখনজাতীয় পদার্থ খাদ্যের
সহিত অধিক পরিমাণে ভোজন করেন, অথচ এরূপ খাদ্যের কুফল নিবারণ করিতে যে পরিমাণ
পরিশ্রম বা ব্যায়াম করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা সম্পাদন করিতে একান্ত বিমুগ্ধ হয়েন।
এই অবহেলার ফলে আমাদেব দেশে এত অধিক লোক বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া ভয়ঙ্কর
বা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন।

অন্য অত্যন্ত অনেক কারণেও বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া থাকে। ক্রোমিয়ামের বিকার,
মস্তিষ্কের রোগবিশেষ প্রভৃতি অত্যন্ত কঠিনরূপে হুংঘাধ্য বহুমূত্র রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।
কিন্তু ইহা নিম্নতরূপে বলা যাইতে পারে যে, এ দেশে উপরোক্ত উভয় কারণে অধিকাংশ
লোকের বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া থাকে এবং উপরোক্ত নিয়ম পালনদ্বারা উহা প্রশমিত বা
নিবারিত হইতে পারে।

কুদ্র তন্ত্রমধ্যে খাদ্য সমাক পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, উহা উদ্বের ভ্রমর খেঁচনর্ণ তরল আকার ধারণ করে। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত জীর্ণ-খাদ্যকে ইংরাজীতে কাইল (Chyle) বলে। এক্ষণে উহা কুদ্র অস্ত্রের গাত্রে অবস্থিত কোমল শুটিকার আকারের পদার্থের দ্বারা শোষিত হইতে থাকে। এষ্ট শুটিকার আকারের পদার্থগুলির ইংরাজী নাম ভিলাই (Villi)। প্রত্যেক ভিলাই কতকগুলি রক্তবাহী (Lacteals) এবং রক্তবাহী শিরা দ্বারা সজ্জিত থাকে। রক্তবাহী শিরাসমূহ ছাড়া শুধু রক্তবাহী জীর্ণ খাদ্য শোষণ করিয়া নয় এবং রক্তবাহী শিরা দুইবার মাখনকাতীয় জীর্ণ খাদ্য শোষণ করিয়া আর একটি বৃহৎ নালী সাহায্যে রক্তপ্রবাহের মধ্যে ঢালিয়া দেয়। এইরূপে সুদৃশ্য জীর্ণ খাদ্য রক্তের সহিত মিশ্রিত ও সঞ্চালিত হইয়া দেহের পৌষক-কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কুদ্র অস্ত্রের পরে বৃহদন্ত্র (Large Intestine) অবস্থিত। উত্তরের মধ্যে একখানি ঢাকনা আছে। কুদ্র তন্ত্র, কোন পদার্থ বৃহদন্ত্রে আসিবার সময় ঢাকনাখানি খুলিয়া দেয়, কিন্তু বৃহদন্ত্র হইতে কোন পদার্থ বিপরীত দিকে অর্থাৎ কুদ্র অস্ত্রের মধ্যে আসিবার চেষ্টা করিলে ঢাকনাখানি আপনা হইতে বন্ধ হইয়া উহার গতিরোধ করে। বৃহদন্ত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ ফাট এবং পরিসরে কুদ্র অস্ত্র অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। কুদ্র অস্ত্রের ভ্রমর ইহাও ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম ছিকম্ (Cecum), তৎপরে কোলন (Colon), তৎপরে সিগময়েড ফ্লেক্সার (Sigmoid Flexure) এবং সর্কশেষ ও নিম্নভাগের নাম রেক্টম্ (Rectum)। এই রেক্টমই মলদ্বারে পর্যাবসিত হইরাছে। কোলন উহার গতি ও অবস্থিতি-ভেদে তিন অংশে বিভক্ত।

কুদ্র অস্ত্রের মধ্যে জীর্ণ খাদ্যের সমস্ত সারভাগ শোষিত হইয়া যায়। অসার ও অজীর্ণ অংশ কুদ্র অস্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পদার্থের মধ্যে যে অলৌপিত্ত থাকে, তাহা এবং যদি কিছু সারপদার্থ থাকে, তাহাও, বৃহদন্ত্রে শোষিত হইয়া, খাদ্যের অসার ও পরিত্যক্ত অংশ কঠিন মলের আকার ধারণ করে। বৃহদন্ত্র হইতে নিঃসৃত এক প্রকার দুর্গন্ধময় রস উহার সহিত মিশ্রিত হইলে, উহার গন্ধ মল্লার স্তায় হয় এবং বধাকালে উহা মলদ্বারদ্বারা নির্গত হইয়া যায়। খাদ্য পরিপাক হইয়া মলরূপে বাহির হইতে প্রায় এক দিবস সময় লাগে।

কুদ্র ও বৃহদন্ত্রের গাত্রে বহুল রক্তাধার কাংসপেশী সংলগ্ন আছে। উহারা জীর্ণ খাদ্যের উপর সংকুচিত হইয়া খাদ্যকে ক্রমাগত নীচের দিকে ঠেলিয়া দেয় এবং এই ক্রিয়া দ্বারা মল-ভাগের প্রবিধা হয়।

তৎপরে বক্তা শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে, চিত্রপ্রদর্শন সভা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চান্দ্র চট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে এবং ম্যাজিক ল্যাটার্ণ ব্যবহার করিতে বেওয়ার সভা সানমোহন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষগণকে পরিবদন পূর্বক হইতে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

ত্রিাক্ষরচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

ত্রিবিদ্যোদয়বিহারী বিজ্ঞাবিনোদ

সভাপতি।

